# জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in | /DigitalJagoBangla | /jagobangladigital | /jago_bangla | www.jagobangla.in

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৪৫ ● ১৬ জুলাই, ২০২৬ ● ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 45 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 16 JULY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA


## কাউন্সেলিং শুরু

উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং শুরু ২১ জুলাই থেকে। ১০ বছর পুরনো এই নিয়োগে ১ হাজার জনের বেশি প্রার্থীর চাকরি হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে জটিলতা তৈরি করা হয়েছিল

## রথে বৃষ্টি

রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে দফায় দফায় ঝড়-বৃষ্টি। উত্তরের পাশাপাশি দক্ষিণেও দুর্যোগের আশঙ্কা। রবিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। ঝড়ের বেগ ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। বজ্রপাতের আশঙ্কা

## সোনম ওয়াংচুকের অবস্থার অবনতি, একাধিক জটিলতা

## শহিদ দিবস : উত্তর থেকে দক্ষিণে বিজেপির হুমকি

## তারামণ্ডল এলাকায় তৃণমূলের শহিদ স্মরণ

প্রতিবেদন : বিজেপি চেয়েছিল ২১ জুলাইয়ের সভা পণ্ড করে দিতে। কিন্তু তৃণমূলের অদম্য জেদের কাছে হার মানল তারা। আদালতের নির্দেশে এবার তাদের জোর ধাক্কা। কলকাতা হাইকোর্ট তৃণমূল কংগ্রেসকে একুশে জুলাইয়ের সভা করার অনুমতি দিয়েছে। এবার একুশে জুলাই পালনের স্থান বদল হয়েছে। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে শর্তসাপেক্ষে শহিদ দিবস পালনের অনুমতি দেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। বিচারপতি শর্ত দেন, আড়াই হাজারের বেশি মানুষের জমায়েত নয়। দুপুর ১২টা থেকে সাড়ে ৩টে পর্যন্ত সময়। একধারে সমাবেশ হবে, অন্যধারে গাড়ি চলাচল করবে। ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল রাখতে হবে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি যাতে না হয় তা দেখবে পুলিশ। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ, ১৮ জুলাই ৪টের মধ্যে আয়োজকদের নাম ও মোবাইল নম্বর জয়েন্ট সিপি হেডকোয়ার্টারকে জানাতে হবে। ১৬৩ ধারা (এরপর ৬ পাতায়)

## দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

### কত ছবি

দেওয়ালে সারি সারি কত ছবি
কত অজানা কত অচেনা
কেউবা আবার অল্প চেনা
তুমি কি শুধুই অতীতের মূলধন
নানা গর্বের ভাণ্ডার
তুমি হার না মানা হার।।

ছবি! তোমায় কি যায় মূল্যে মাপা
তুমি সুদূরের বড় আপনজন
শ্রেষ্ঠার বিচারে শ্রেষ্ঠ তপোবন।।

তুমি তো নওকো ধুলার ধূলিঝড়
তুমি নিঃশব্দ নয়কো নিথর
ছবি কখনো হয় না পাথর।।

# বিজেপিকে শেষ না করা পর্যন্ত লড়াই চলবে : নেত্রী

## তারামণ্ডলে বেলা ১১টা থেকে শুরু একুশের জমায়েত

প্রতিবেদন : বিজেপিকে শেষ না করা পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলবে। যত বাধাই আসুক, আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। যতক্ষণ লড়াই শেষ না হচ্ছে আমাদের কণ্ঠরোধ করতে পারবে না। বুধবার ফেসবুক লাইভে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার্তা দিলেন কর্মীদের উদ্দেশে। একইসঙ্গে একুশে জুলাই শহিদ স্মরণের রূপরেখাও তৈরি করে দিলেন তিনি। আহ্বান জানালেন কর্মীদের। নির্দেশ দিলেন, একুশে জুলাই বেলা ১১টা থেকেই জমায়েত শুরুর। ১২টা থেকে শুরু হবে একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ।

তৃণমূলনেত্রী এদিন বলেন, যেতে হলে যান। যাঁরা পড়ে থাকবেন, তাঁরাই আমার সোনার খনি। তাঁদের নিয়েই লড়াই চালাব। আগেও একা হয়েও লড়াই ছাড়িনি। এখনও লড়াই ছাড়ব না। মনে রাখবেন, ২০০৪-এও যদি একা হয়ে শুরু করতে পারি, ১৯৯৮-এও যেভাবে শুরু করেছিলাম, ২০২৬-এও আবার নতুন করে শুরু করতে পারব। সেই ক্ষমতা আমার এখনও আছে। যতক্ষণ লড়াই শেষ না হচ্ছে আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবে না। বিজেপির নিজস্ব সংগঠন নেই বলে তারা কিছু বেইমানকে বেছে নিয়েছে। এরা কোনওদিন বিজেপির বিরোধিতা করবে না, করলেও সেটা হবে লোক দেখানো। এরা মানুষের কথা বলবে না। কর্মীদের কথা বলবে না। কর্মীদের কথা বলব আমরাই। আমাদের সবকিছু কেড়ে নিলেও আমাদের হৃদয় জুড়ে মানুষ আর মানুষ, কর্মী আর কর্মী।

নেত্রী বলেন, আমাদের কর্মীদের কোথাও মিটিং করার পারমিশন দেওয়া হচ্ছে না এলাকায়। যাঁরা এলাকায় মিটিং করতে পারবেন না, তাঁদের জন্য আমার অফিস উন্মুক্ত আছে। এখান থেকে আমি তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেছি। আমি সাংসদ হওয়ার পর থেকে এবং তার আগেও যখন (এরপর ৬ পাতায়)

## ২১ জুলাইয়েই তিন গুরুত্বপূর্ণ বাজেট, চক্রান্ত

প্রতিবেদন : ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি শহিদ দিবস। আর ঠিক সেই দিনটিতেই বিধানসভায় উচ্চশিক্ষা, স্কুলশিক্ষা এবং শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাজেটের আলোচনা রয়েছে। তার আগের দিনেই রয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং পরিবহণ দফতরের বাজেট নিয়ে আলোচনা। এটি নিছক কাকতালীয় নয় বরং তৃণমূলকে বিধানসভার বাইরে ব্যস্ত রেখে নির্বিঘ্নে বাজেট পাশ করিয়ে নেওয়ার (এরপর ৬ পাতায়)

## তিন ইস্যুতে সংসদে লড়াই করবে তৃণমূল

প্রতিবেদন : সংসদের বাদল অধিবেশনে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শানাবে তৃণমূল। মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে ঝড় তুলে কেন্দ্রকে কোণঠাসা করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছেন দলের সাংসদরা। বাংলায় বিজেপি সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতি সংসদে বেআব্রু করে দেবে তৃণমূল। দৃষ্টি আকর্ষণ করবে গোটা দেশের। এছাড়াও প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং মন্দিরে প্রণামী লুঠের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হবে তৃণমূল। বুধবার একথা জানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। ২০ জুলাই শুরু হচ্ছে বাদল অধিবেশন। তবে ২১ জুলাই কলকাতায় ক্যাথেড্রাল রোডে শহিদ তর্পণ সমাবেশে দলের সব সাংসদ ব্যস্ত থাকবেন। (বিস্তারিত ভিতরে)

# নানারকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল



## তারিখ অভিধান

**১৯০৯**
**অরুণা আসফ আলি**
(১৯০৯-১৯৯৬)
পাঞ্জাবের কালকাতে জন্মগ্রহণ করেন। ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নেন। নেহরু পুরস্কার পান। দিল্লির প্রথম মহিলা মেয়র। পদ্মবিভূষণ ও ভারতরত্ন উপাধিতে সম্মানিত হন।

**১৯৫৯**
**সুহৃদকুমার রায়**
সুহৃদকুমার রায় এদিন আসানসোলে প্রয়াত হন। খ্যাতনামা ভূবিজ্ঞানী। ১৯৩৮-এ ভারতীয় বিজ্ঞান সংস্থার ভূতত্ত্ববিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হন। জিওলজিক্যাল, মাইনিং ও মেটোলার্জিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার সভাপতি হন। ১৯৪০-এ নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন।

**১৯৪৫**
**নিউ মেক্সিকোর অ্যালামোগর্ডোতে**
প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাল আমেরিকা। পরের মাসেই সেই বোমা পড়ল হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে।

**১৯৬৯**
**ফ্লোরিডার স্পেস সেন্টার থেকে**
উৎক্ষেপণ হল অ্যাপলো ১১-র। দু'দিন পর চাঁদের বুকে নামলেন দুজন মানুষ, আর্মস্ট্রং আর অলড্রিন।

**১৯৯৯**
**মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির**
একমাত্র পুত্র জন কেনেডি জুনিয়র এদিন বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। বিমানটি তিনিই চালাচ্ছিলেন। মার্থার আঙুর খেতে বিমানটি ভেঙে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী এবং শ্যালিকাও মারা যান।

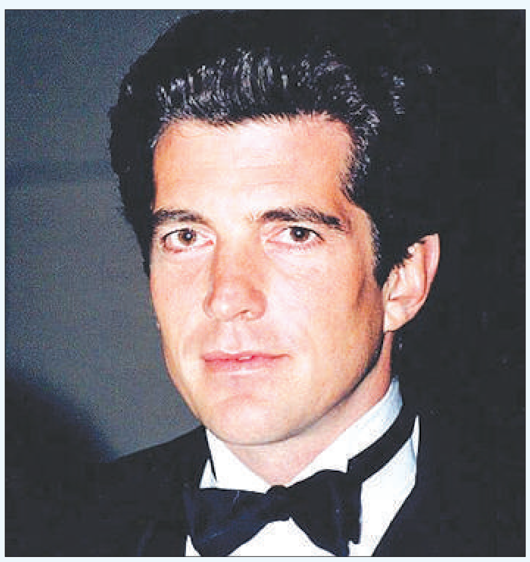

## প্রতিবাদ প্রতিরোধ

■ বাংলায় এখন শুভেন্দু সরকারের মগের মুলুক। বুধবার বিকেলে সংবাদমাধ্যমকে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে ঢুকতে দিচ্ছিল না পুলিশ। সাংসদ মহুয়া মৈত্র প্রশ্ন তোলেন সেখানে কি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ নং ধারা লাগু করা হয়েছে? করা হলেও, কোন যুক্তিতে করা হয়েছে? এরপর পুলিশি বাধা সরে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

## শব্দবাংলা-১৭৬৫

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ১ | ■ | ■ | ২ | | ৩ |
| ■ | ৪ | | ৫ | ■ | | ■ | |
| ৬ | | ■ | ৭ | | | | |
| ■ | ৮ | ৯ | | ■ | | ■ | ■ |
| ■ | ■ | | ■ | ১০ | | ১১ | ■ |
| ১২ | | | | | ■ | ১৩ | |
| | ■ | | ■ | ১৪ | ১৫ | | ■ |
| ১৬ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ |

**পাশাপাশি :** ২. বসন্তবায়ু ৪. কিংবা, বা ৬. ধুলো ৭. শ্রীকৃষ্ণ, কানাই ৮. উজ্জ্বল ১০. রান্নার মশলাবিশেষ ১২. উন্মাদাগার ১৩. বিবিধ, নানা ১৪. বোকা বা কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি ১৬. পুঁটলি।

**উপর-নিচ :** ১. মিলিত ২. টিকি ৩. শণ থেকে প্রস্তুত মসৃণ বস্ত্রবিশেষ ৪. বিদ্যুৎ ৫. বাঁদর, কপি ৯. সুরের ঢেউ ১০. বিরুদ্ধে ১১. লভ্য, পাওনা ১২. পল্লিগ্রাম ১৫. দুই, উভয়।

■ শুভজ্যোতি রায়

**সমাধান ১৭৬৪ : পাশাপাশি :** ১. ধর্মঠাকুর ৪. প্রতনু ৫. গোটাগুটি ৬. অন্তর্লীন ৮. কেয়াস ৯. নগরকেন্দ্র। **উপর-নীচ :** ১. ধনুষ্কোটি ২. ঠাকুর ৩. রহস্যঘন ৫. গোত্রপ্রধান ৬. অভিকেন্দ্র ৭. সুস্থির।

## ১৫ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১৪২০৫০ |
| গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১৪২৮০০ |
| হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ১৩৫৭০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি), | ২২০৯০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি), | ২২১০০০ |

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

## মুদ্রার দর (টাকায়)

| মুদ্রা | ক্রয় | বিক্রয় |
|---|---|---|
| ডলার | ৯৬.৫৪ | ৯৭.৩৪ |
| ইউরো | ১১০.৩৭ | ১১১.৩৬ |
| পাউন্ড | ১২৯.৮১ | ১৩০.৯৭ |

## নজরকাড়া ইনস্টা

■ ইমন চক্রবর্তী

■ সৌমি তৃষা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

বাংলাদেশে যাওয়ার আগেই বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্তে ইছামতী সেতুতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল পণ্যবাহী ট্রাক। তবে প্রাণহানির কোনও খবর নেই

## পিষছে প্রতিবাদের কণ্ঠ বারুইপুরের পাশে নেত্রী

**প্রতিবেদন :** বিচারের নামে লাশের ওপর রাজনীতি করতে ঝাঁপিয়ে পড়া যেন দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজেপির। পুলিশের বুটের তলায় পিষে যাচ্ছে প্রতিবাদের কণ্ঠ। কিন্তু সরকারে না থেকেও যে নির্যাতিতার পরিবারের পাশে সবরকমভাবে রয়েছে তৃণমূল, তা এদিন স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ফেসবুক লাইভে এসে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, যে মেয়েটি ধর্ষিত হয়ে খুন হয়েছে বারুইপুরে, তার মা প্রশ্ন তুলেছেন প্রতিবাদীরা কি প্রতিবাদ করবে না? যারা প্রতিবাদ করেছিল তাদের জেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যারা দোষ করেছে তাদের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। টাকা দিচ্ছে, কিন্তু বিচার হল না। তাহলে কি প্রতিবাদীরা রাস্তায় নামবে না? একইসঙ্গে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, ভয় পাবেন না মা। প্রতিবাদ হবে, প্রতিবাদ হচ্ছে। আমরা সবাই আছি আপনাদের পরিবারের সঙ্গে।

অনেকেই বারুইপুরের ঘটনার রেশ ধরে কামদুনি প্রসঙ্গ টানছেন। তবে এই বিষয়ে স্পষ্ট করে দলনেত্রী বলেন, বারুইপুরে ওই নৃশংস ঘটনা ঘটল, যারা বলছে আমি কামদুনি যাইনি, আরজি কর যাইনি তারা ভুল বলছে। তাদের কাছে তথ্য নেই হতে পারে। আরজি করের ঘটনার সময় আমি ঝাড়গ্রামে ছিলাম। আমি সেখান থেকে আসতে আসতে মৃত নির্যাতিতার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলেছি। কামদুনিতে আমি কথা বলেছি। তাদের জন্য রাস্তায় নেমেছি। অনশন মঞ্চে গেছি। তিন চারবার মিটিং ডেকে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি।

## দলত্যাগীদের নিয়ে আক্ষেপ নেই নেত্রীর

**প্রতিবেদন :** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ তিন দশকের রাজনৈতিক সঙ্গী, কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র নাটকীয়ভাবে বেইমান ঋতব্রতদের দলে নাম লিখিয়েছেন। মদন মিত্রের এই দলবদলকে বিন্দুমাত্র আমল দিতে নারাজ তৃণমূলনেত্রী। উল্টে অত্যন্ত কড়া ভাষায় নাম না করে কামারহাটির বিধায়ককে 'ভীতু' ও 'সুবিধাবাদী' বলে খোঁচা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার ফেসবুক লাইভে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মদন মিত্রের এই দলবদলের আভাস তিনি মঙ্গলবার রাতেই পেয়েছিলেন। বলেন, একজন আজও চলে গেছে, তাতে আমার কোনও দুঃখ নেই। কারণ সে আমাকে গতকালই মেসেজ করে জানিয়েছিল যে তার পরিবারের সবাইকে ইডি সমন পাঠিয়েছে। ও মেসেজ করা মাত্রই আমি সব বুঝে গিয়েছিলাম। আর সেই কারণেই তখনই ওকে আমাদের দলের সমস্ত সাংগঠনিক ক্ষমতা ও পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূল সুপ্রিমো স্পষ্ট করে দেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভয়েই এই প্রস্থান।

## স্ত্রী ও দুই ছেলেকে ইডির সমন

## দমবন্ধ, অক্সিজেন নিতে মদন বেইমানদের সঙ্গে

**প্রতিবেদন :** ইডির ডাক পেয়েই বেইমানদের দলে ঢুকে গেলেন মদন মিত্র! পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদন মিত্রের পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে ইডি। তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্রকে ইডি নোটিশ পাঠানোর পরই মদন মিত্র সোজা বেইমান ঋতব্রতদের দলে ঢুকে গেলেন! মঙ্গলবার রাতেই তিনি স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। তখন থেকেই জল্পনা ছড়াতে শুরু করে। বুধবার সকালেই তৃণমূলের সমস্ত পদে ইস্তফা দিয়ে মদন মিত্র নাম লেখান বেইমানদের দলে। ২০২৬-এ পালাবদলের পরই স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিছু বেইমান নেতা দল ছাড়েন। এরপর মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে, এজেন্সির ভয় দেখিয়ে দলে টানার খেলা চলেছে। তেমনি ইডি লাগিয়ে বিদ্রোহীরা মদন মিত্রকে নিজেদের দিকে ভেড়াল এদিন। কামারহাটি পুরসভায় অবৈধ নিয়োগ মামলায় নাম জড়ায় মদন মিত্রের। জুন মাসে তাঁর একাধিক বাড়িতে তল্লাশি চলে। এরপর তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্রকে তলব করে মদনের উপর চাপ সৃষ্টি খেলা শুরু করে ইডি।

## নির্দেশ মেনে বিধাননগর আদালতে অভিষেক

**প্রতিবেদন :** কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে 'ডিজে বাজবে' মামলায় বুধবার তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে এদিন সকাল ১১.৫০ নাগাদ বিধাননগর আদালতে পৌঁছে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে ভয়েস স্যাম্পল টেস্ট প্রক্রিয়া চলার পর দুপুর দেড়টা নাগাদ কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে আদালত-চত্বর ছাড়েন তৃণমূল সাংসদ। বেরিয়ে এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।

তার আগে এদিন সকাল ১১টা নাগাদ কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার জন্য আদালতে উপস্থিত হন অভিষেক। সেখানে আদালতের নির্দেশমতো ছিল কড়া পুলিশি প্রহরা। মোতায়েন ছিল র‍্যাফও। জানা গিয়েছে, তদন্তকারী অফিসার, টেকনিক্যাল এক্সপার্টদের উপস্থিতিতে অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। মূল মামলাকারীও এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একের পর এক বিভিন্ন থানায় অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। এদিন এই সংক্রান্ত এক মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে অভিষেকের আইনজীবী জানতে চান, তাঁর বিরুদ্ধে ঠিক কতগুলো মামলা দায়ের হয়েছে? তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সব মামলায় রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

## সামাজিক প্রকল্পের পরিষেবা মিলছে না

**প্রতিবেদন :** আমরা ১০৫টা সামাজিক প্রকল্প করেছি, তার পরিষেবা দিয়ে গিয়েছি কেন্দ্র টাকা বন্ধ করা সত্ত্বেও। কিন্তু সামাজিক প্রকল্পে এখন আর পরিষেবা পাচ্ছেন না মানুষ। বুধবার ফেসবুক লাইভে নতুন সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এখন কেউ অন্নপূর্ণা একমাস পাচ্ছেন, আর এক মাস পাচ্ছেন না। অনেকেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন, তারা আজ অন্নপূর্ণা যোজনা পাচ্ছেন না। এক থেকে দেড় কোটি নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু কি তাই, মিড-ডে মিল রান্না যাঁরা করতেন তাঁদের বাদ দিয়েছে। অনেকে স্কুলে আসত, ডিম পেত, দুমুঠো খেতে পেত, খাবার নিয়েও যেত বাড়িতে। এজন্য প্রাইমারিতে ড্রপ আউট শূন্য হয়ে গিয়েছিল প্রাথমিকে। আজকে সেই ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার্ত। হকাররাও কিছু করে খেত। তাঁদের রুজি রোজগার কেড়ে নেওয়া হয়েছে নতুন সরকারের আমলে। জীবন-জীবিকা হারিয়ে লাখ লাখ মানুষ খেতে না পেয়ে আজ মৃত্যুপথযাত্রী হয়েছে।

## অভিষেক কোনও বাহানা নয় দ্বন্দ্বের তত্ত্বকে ওড়ালেন নেত্রী

**প্রতিবেদন:** অভিষেককে সামনে রেখে দল ভাঙার যে নোংরা ষড়যন্ত্র বিজেপি করছে, তা আসলে তাদের সস্তা বাহানা। অভিষেক কোনও বাহানা নয়, তিনি বাঘের মতো লড়ছেন। বুধবার ফেসবুক লাইভে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একাই কেন্দ্রীয় এজেন্সির জুলুম এবং বিজেপির সব চক্রান্তের বিরুদ্ধে 'বাঘের মতো' লড়াই করছেন।

এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে দলের মধ্যে ও বাইরে চলতে থাকা সমালোচনার জবাব দিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, অভিষেক আপনাদের কাছে খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে, ওটা আসলে আপনাদের দল ছাড়ার একটা সস্তা বাহানা। মনে রাখবেন, ওঁর স্ত্রী যখন দেড় বছরের সন্তানকে কোলে নিয়ে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে গিয়েছিলেন, তখন কোথায় ছিল আপনাদের নীতি? আজ ওঁর বিরুদ্ধে ২৫-৩০টি মামলা দেওয়া হয়েছে, তবুও সে মাঠ ছাড়েনি। সেটিং করে নিলে অভিষেক সবচেয়ে বেশি রেহাই পেত। কিন্তু সে মাথা নত না করে বাঘের মতো লড়ে যাচ্ছে। আগামী ৫০ বছর ওরাই এ দেশের রাজনীতি করবে।

ডিজে প্রসঙ্গ নিয়েও স্পষ্ট জবাব দেন নেত্রী। বলেন, অভিষেক বলেছিল ডিজে বাজানোর কথা। ডিজে তো সবাই বাজায়। অমিত শাহ অনেক কথা বলেছিলেন। রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে ইলেকশনের মিটিংয়ে অনেক কথা বলে। এটা ইলেকশনের সময়ের ব্যাপার। আপনারা একতরফা ভাবে গালাগালি দেবেন, আমরা সেটা কাউন্টার করব না, গণতন্ত্রে সেটা হতে পারে না। বিজেপির স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নেত্রী বলেন, এ তো হিটলারকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মুসোলিনিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, অত্যাচারে সবাইকেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ধমকে-চমকে সবাইকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একটাও ভালো কথা শুনি না, খালি ধমকানি-চমকানি। মেঘের গর্জনের থেকেও ভয়ঙ্কর। আপনারা খালি ভয় দেখাবেন। আপনাদের নিজেদের কীর্তিও একদিন বেরোবে।

## ব্যাঙ্ক প্রতারকের বিজেপি-যোগ

**প্রতিবেদন :** ফের ব্যাঙ্ক জালিয়াতের সঙ্গে মিলল বিজেপির যোগসূত্র। জাল দলিল তৈরি করে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে মোটা টাকার ঋণ নেওয়ার চক্র সক্রিয় বাংলাতেও। ঋণ খেলাপি হতেই পর্দাফাঁস বড়সড় জালিয়াত চক্রের। ২০১৮ সালের জালিয়াতি মামলায় কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স হাওড়া থেকে তিন অভিযুক্তকে করে। গ্রেফতার হওয়া তিন অভিযুক্তের নাম মানস রায়, তাপস রায় ও তন্ময় রায়। এদের মধ্যে ধৃত মানস রায়ের সঙ্গে দেখা যায় মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু ইন্দ্রনীল খান ও নিশীথ প্রামাণিকের ছবি।

জালিয়াতরা জমির ভুয়ো কাগজ তৈরি করত। তারপর সেই কাগজ বন্দক দিয়ে ব্যবসায়িক ঋণ নিত। প্রায় ৪ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছিল তারা। হেয়ার স্ট্রিট থানায় ব্যাঙ্কের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়। হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় হানা দিয়ে পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজ পায়। অভিযুক্তদের বাড়ি থেকে নগদ দেড় কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক মোটা অঙ্কের টাকা ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তারা। এই মানস রায়ের একাধিক প্রতারণার রেকর্ড রয়েছে।

## ছাত্রী খুনে গ্রেফতার যুবক

**সংবাদদাতা, হাওড়া :** ফের নিরাপত্তাহীনতার বেআব্রু ছবি প্রকাশ্যে এল। ক্রমেই এই রাজ্যে রাতের রাস্তাঘাট মহিলাদের কাছে আতঙ্কের হয়ে উঠছে। এবার টিউশন পড়ে ফেরার পথে ভর সন্ধ্যায় প্রকাশ্য রাস্তায় দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে এলোপাথাড়ি ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটল। বুধবার সন্ধ্যায় হাওড়ার আন্দুলের মহিয়ারী খাটিরবাজারের চাঁদনিবাগান এলাকার এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত সমীর দাস নামে এক যুবককে আটক করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা কিশোরী টিউশন পড়ে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল। অভিযোগ, সেই সময় অভিযুক্ত যুবক তার পথ আটকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি হামলা চালায়। কিশোরীর গলা, হাত ও পেটে একাধিক কোপ মারা হয়। চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এবং উত্তমমধ্যম দেয়। খবর পেয়ে ডোমজুড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে গণপিটুনির হাত থেকে উদ্ধার করে। এরপর গুরুতর জখম অবস্থায় তাকেও হাসপাতালে ভর্তি করার পর মৃত্যু হয়। অভিযুক্তের বাড়ি বীরভূমে। সে আন্দুলের জালান কমপ্লেক্সের একটি কারখানায় কাজ করে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ওই যুবক এই হামলা চালিয়েছে। তবে এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# সম্পাদকীয়


16 July, 2026 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in


জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## শহিদ দিবস

২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস। শহিদ দিবস এবার তারামণ্ডল সংলগ্ন ক্যাথেড্রাল রোডে। আদালতের নির্দেশে এই সিদ্ধান্ত। তৃণমূলকে আদালতে যেতে হল কেন? তার কারণ বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী চান না তৃণমূলের কোনও সভা হোক। মুখে গণতন্ত্রের কথা, আসলে স্বৈরতন্ত্র রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যে বেইমানরা দল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে ভেকধারীর মুখোশ পরে শহিদ দিবস পালনের নাটক করছে তারা আসলে বিজেপির পাতের উচ্ছিষ্ট। যেখানে ফেলছে, যা কিছু ফেলছে বিজেপি— এই উচ্ছিষ্টের দল কুড়িয়ে নিচ্ছে। তাই এদের সভা করতে বাধা দেওয়া হয় না। তৎকালীন বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করতেন তাঁকে সভা বা মিছিল নাকি করতে দেওয়া হয় না। সর্বৈব মিথ্যে। একটি সভা বা একটি মিছিলও তিনি তৎকালীন সরকারের জন্য করতে পারেননি, দেখাতে পারবেন না। এই বিজেপি সরকারের লক্ষ্যই হল যেভাবে হোক তৃণমূলের কর্মসূচি বানচাল করা। এর জন্য পুলিশ প্রশাসনকে যেমন কাজে লাগানো হচ্ছে, তেমনি তৃণমূলকে বাধ্য করা হচ্ছে বারবার আদালতে যেতে। বিজেপি মুখে এক কথা বলছে, কাজে আসলে প্রতিহিংসা আর প্রতিহিংসা। এই দু'মাসেই বিজেপি তার চরিত্রটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। ২১ জুলাই হচ্ছে এবং আগামী দিনেও হবে। রাজ্য থেকে বিজেপি নামের রাজনৈতিক দলটি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যেতে পারে কিন্তু ২১ জুলাই রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক নম্বরে ছিল, আছে এবং থাকবে।

# কোথাও ভুল হচ্ছে না তো!

● গাড়ির বারোটা বাজছে! মোদি সরকারের ইথানল-নীতিতে আপত্তি এনডিএ ভোটারদেরই, সমর্থন মাত্র ১৮%-এর

● ওদিকে কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি জোর গলায় দাবি করেছিলেন, ইথানল মিশ্রণের কারণে একটি গাড়িরও ক্ষতি হয়েছে এমন কোনও প্রমাণ মেলেনি

● বিতর্কের মুখে কেন্দ্রও মেনে নিয়েছে যে, ই-২০ পেট্রল ব্যবহারের কারণে কিছু কিছু গাড়ির মাইলেজ ৩ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। তবে আরও বড় উদ্বেগের বিষয় হল এই জ্বালানির দাম। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ই-২০ পেট্রলের দাম যে সাধারণ পেট্রলের চেয়ে কম হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। কারণ এই জ্বালানির দাম শুধু আন্তর্জাতিক বাজারের অশোধিত তেলের উপর নির্ভর করে না; এটি নির্ভর করবে ইথানলের বাজারমূল্যের উপরও। বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমলেও, ইথানলের দাম না কমলে সাধারণ মানুষ সস্তায় পেট্রল পাবেন না। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মোদি সরকার ইথানলের উপর জোর দিলেও, সাধারণ মানুষের মন জয় করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

লিখছেন আকসা আসিফ

পোশাকি নাম ই-২০। আসলে ৮০ শতাংশ পেট্রল ও ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি। ভারতে পেট্রলচালিত গাড়িতে এই জ্বালানি ব্যবহারের কথা ছিল ২০৩০ সাল থেকে। কিন্তু মোদি সরকার তার পাঁচ বছর আগেই, গত বছরের নভেম্বর থেকে তড়িঘড়ি দেশের এক লক্ষ পেট্রল পাম্প থেকে এই জ্বালানি বিক্রি চালু করে দিয়েছে।

যেহেতু আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় ভারতে অপরিশোধিত তেল আসা প্রবলভাবে ধাক্কা খেয়েছে এবং এদেশের প্রয়োজনীয় জ্বালানির ৯০ শতাংশই আমদানি নির্ভর, তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে ই-২০ গত নভেম্বরেই চালু করে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই নিয়ে শুরুতে তেমন কোনো কথা শোনা না গেলেও খুব সম্প্রতি বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে।

কারণ, গত জুন মাসে সুপ্রিম কোর্টে এক মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে জানানো হয়, ই-২০ ব্যবহার ভালো না খারাপ, তা এখনও জানা যায়নি। পেট্রলে ইথানল মেশানো এখনও পরীক্ষার স্তরে রয়েছে। ফলাফল জানা যাবে আগামী বছর। অথচ ঘটনা হল, গত নভেম্বরেই ইথানল মিশ্রিত পেট্রল বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে! এই বিতর্কে ঘি ঢেলেছে তিন দিন আগে কেন্দ্রীয় পেট্রলিয়াম মন্ত্রকের এক স্বীকারোক্তি।

তারা জানিয়েছে, ই-২০ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারে গাড়ির মাইলেজ ৩-৫ শতাংশ কমে যায়। অর্থাৎ বিশুদ্ধ পেট্রল চালিত গাড়ি প্রতি লিটারে যত পথ যাবে, ই-২০ তে তার চেয়ে ৩ থেকে ৫ কিলোমিটার কম যাবে। এই ক্ষতি সত্ত্বেও বিশুদ্ধ পেট্রল ও ই-২০ তেলের দাম একই রয়েছে।

কেন?

এই বিতর্কের সঙ্গে আতঙ্ক ও বিভ্রান্তিও ছড়িয়েছে বিস্তর। বিভ্রান্তির কারণ, ই-২০ জ্বালানি ব্যবহারের পক্ষে সরকার জোরদার সওয়াল করলেও এবং এর থেকে পিছিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও গাড়ি উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি ক্রেতাদের আশঙ্কা কাটাতে কার্যত টুঁ শব্দ করছে না।

ওদিকে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রল (ই২০)-এর পক্ষে সওয়াল করে চলেছেন কেন্দ্রীয় পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি। তাঁর দাবি, ই২০ পেট্রল ব্যবহার করলে গাড়ির ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মিথ্যা খবর ছড়ানো হচ্ছে। যাঁরা এই জ্বালানির উপর ভরসা রাখতে পারবেন না, তাঁরা ১০০ শতাংশ বিশুদ্ধ পেট্রল ব্যবহার করতে পারেন বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী। তবে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত খরচ করতে হবে। কারণ সাধারণ পেট্রলের তুলনায় ই২০ পেট্রলের দাম কম। ই২০ জ্বালানি ব্যবহার করলে গাড়ির মাইলেজ কমে যাচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে সেই প্রসঙ্গে গড়করি জানিয়েছেন, সাধারণ গাড়ির মালিক বা চালকেরা কখনওই মাইলেজের সঠিক পরিমাপ করতে পারবেন না। অনুমোদিত ডিলারদের উপরেই নির্ভর করতে হবে তাঁদের।

ভারতের বাজারে মূলত ২০২৩ পর্যন্ত কেনা গাড়িগুলি ই-২০ পেট্রল ব্যবহারের উপযুক্ত কি না তা নিয়ে কেন্দ্রের অভয়বাণী আর গাড়ি প্রস্তুতকারী বিভিন্ন সংস্থার নীরবতা এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিতর্ক। জ্বালানির পেট্রলের সঙ্গে ইথানলের মিশ্রণে গাড়ির আয়ু ও কর্মক্ষমতা কমে কি না সেই বিতর্ক ভারত ছাড়িয়ে আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে জারি থেকেছে। ফলে অন্যান্য দেশে এই মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা সহজ হয়নি। এই কাজ অত্যন্ত ধীর গতিতে চালু হলেও পেট্রলে ৫ বা ১০ শতাংশের বেশি ইথানল মিশ্রণ করা হয়নি। অথচ মোদি সরকার তড়িঘড়ি ই-২০ চালু করে দিয়েছে এবং তা গাড়ির মালিককে কোনো 'অপশন' না দিয়েই। বিরোধীদের অভিযোগ অন্তত তেমনই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কেন্দ্রের তরফে একটা চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা কাজ করেছে।

ই-২০ জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একাধিক ক্ষতির সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। যেমন, গাড়ির মাইলেজ কমে যাওয়া ছাড়াও ইথানল ব্যবহারের ফলে হোসপাইপ, গ্যাসকেট, সিল ও রিং-সহ রাবারের জ্বালানি ব্যবস্থার যন্ত্রাংশ ক্ষয়ে যায়! ক্ষতি হয় ইঞ্জিনেরও। এই ক্ষতি দীর্ঘমেয়াদি ও খরচসাপেক্ষ। তাছাড়া এ দেশে চলাচলকারী দুই ও চার চাকার গাড়ির একটি বড়ো অংশ ই-২০ জ্বালানি ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। প্রশ্ন উঠেছে, ইথানল উৎপাদনের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের সম্পর্ক নিয়েও। ইথানল উৎপাদিত হয় মূলত আখ ও ভুট্টা থেকে। গরিব মানুষের খাদ্য সংকটের দেশে আখ ও ভুট্টার মতো খাবার জ্বালানির কাজে ব্যবহার বাড়তে থাকলে অন্য সমস্যা দেখা দেবে না তো? তাছাড়া এই খাদ্যদ্রব্যগুলির চাহিদা বেড়ে গেলে দাম বাড়ার আশঙ্কাও থাকে, যা আরও দুশ্চিন্তার দিক। অনেকের মতে, আখ একটি জলনির্ভর ফসল। দেশের খরাপ্রবণ এলাকায় এই কৃষিপণ্যের অতিরিক্ত ব্যবহার কতটা সম্ভব ও সংগত? সরকারের অবশ্য দাবি, একমাত্র মাইলেজ সামান্য কমে যাওয়া ছাড়া বাকি সব আশঙ্কার কোনো যুক্তি বা ভিত্তি নেই। ই-২০ জ্বালানি হল অনেক বেশি দক্ষ, গুণগত মানসম্পন্ন ও পরিবেশবান্ধব। এই জ্বালানি ব্যবহারে ক্ষতির কোনও প্রমাণই নাকি মেলেনি। আসলে সরকারের দাবি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের বিভ্রান্তি-আশঙ্কার মধ্যে একটা বড়োসড়ো ফাঁক থেকে যাচ্ছে। গাড়িতে জ্বালানি হিসাবে সিএনজির মতো ইথানলের ব্যবহারও অস্বীকার করা যায় না। সেজন্য দু' চাকা, তিন চাকা, চার চাকার চলমান ৩৬ কোটি গাড়িকে আগে এই জ্বালানি ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হবে। কোথায় কী? আর যেসব গাড়ি এই জ্বালানির উপযুক্ত নয়, তার কী করা হবে— স্পষ্টভাবে সরকারকে তা জানাতে হবে। সরকারের দায়িত্ব হল, যাবতীয় শঙ্কার নিরসন ঘটানো। আর দেশের জ্বালানির ভবিষ্যতের পাশাপাশি জনস্বার্থের দিকটিও সমান গুরুত্ব দিয়ে সরকার বিবেচনা না করলে এবং উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করতে না পারলে এই বিতর্ক, আশঙ্কা থামার নয়।

## e-mail থেকে চিঠি

### জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা

জগন্নাথ দেবের রথ ছুটে চলেছে সেকাল থেকে একালে, নীলাচল থেকে সারা বিশ্বে, ইহলোক থেকে পরলোকে, স্বর্গ থেকে মর্ত্যে। তাঁর বিজয় কেতন উড়িয়ে চলেছে প্রেম আর ভালোবাসার বার্তা।

সেই সুসজ্জিত রথে আসীন আছেন জগতের নাথ শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব, সঙ্গে বলরাম ও ভগিনী সুভদ্রা। ফুল, চন্দন আর ভক্তির নৈবেদ্যে সেজে উঠেছে তিনটি রথ। স্বর্গীয় আশীর্বাদ হয়ে এই রথযাত্রার মধ্যে দিয়েই ভগবানের কৃপা নেমে আসে মর্ত্যলোকে। আমাদের মনের সুপ্ত বাসনা— একবার হলেও জগন্নাথ দেবের রথের রশিতে হাত দেওয়া। এই বাসনাতেই দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে রথযাত্রায় অংশ নিতে।

মেঘে ঢাকা আকাশ, টিপটিপ বৃষ্টি, নীল সমুদ্রের ধারে পুরীর রথযাত্রা এক স্বপ্নের মতো। বেলফুল, আকন্দ, হলুদ গাঁদা আর কদম ফুলে সাজানো রথের শোভাযাত্রা নয়নাভিরাম! এই রথের বিশাল চাকা গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলে ভক্তদের মধ্যে"জয় জগন্নাথ" ধ্বনিতে।

বসন্তের দোলের মতো বর্ষার শ্রেষ্ঠ উৎসব হল রথের মেলা। বর্ষার একঘেয়েমির মাঝে রথযাত্রা নিয়ে আসে বৈচিত্র্য আর আনন্দের ঢেউ। এখানেই Unity we stand, divided we fall— এই কথাটা প্রমাণ হয়। রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব, জাত-পাতের ভেদাভেদ ভুলে সবাই এক লাইনে দাঁড়িয়ে রথের দড়িতে টান দেয়। এখানেই জগন্নাথদেব শেখান মানুষে মানুষে ভেদ নেই, সবাই সমান।

বিভিন্ন জায়গার রথযাত্রায় মিশে থাকে নিজস্ব আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আমার মগরাহাটের রথের মেলাও কম যায় না। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত জনারণ্যে জমজমাট হয়ে ওঠে চারপাশ। জিলিপি, পাঁপড় ভাজার গন্ধ, নাগরদোলার আওয়াজ আর নাশারির রঙিন খেলনার বাহার— মেলার প্রধান আকর্ষণ। প্রার্থনা করি, জগন্নাথ দেবের কৃপায় পৃথিবী শান্ত হোক, সুন্দর হোক। মানুষের অন্তরে ফিরে আসুক শান্তি, ভালোবাসা আর একতার মিলন মেলায়। জয় জগন্নাথ।

**— সুবল সরদার,**
**মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

# জেলায় জেলায় জোরকদমে চলছে ২১-এর প্রস্তুতি

রাজ্য
16 July, 2026 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বারুইপুরে গণপিটুনি-কাণ্ডে গ্রেফতার আরও এক। ধৃতের নাম সাকিম লস্কর ওরফে 'কেলে'। সূর্যপুর এলাকা থেকেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। এই মামলায় গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮

## এবার দক্ষিণেশ্বরে জীবন-জীবিকা হরণ

# রাতের অন্ধকারে বুলডোজ ধূলিসাৎ হল ২০০ দোকান

**প্রতিবেদন :** ১৯৯৬ সালে স্বৈরাচারী রাজনীতি শুরু করেছিলেন জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে ২০২৬ সালে বিজেপির হাত ধরে। ক্ষমতায় এসেই সাধারণ মানুষের পেটে লাথি মারতে শুরু করেছে বিজেপির সরকার। পুনর্বাসন না দিয়েই উচ্ছেদ-প্রক্রিয়া শুরু করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। এবার দক্ষিণেশ্বরে নিবেদিতা সেতুর নিচে রাতের অন্ধকারে বুলডোজার চালিয়ে প্রায় ২০০টি দোকান গুঁড়িয়ে দিল রেল। কোনও আগাম নোটিশ ছাড়াই রুটি-রুজি কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে ফুঁসছেন হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা।

চোখের নিমেষে তাসের ঘরের মতো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রায় ২০০টি দোকান। এর মধ্যে ছিল চায়ের স্টল, খাবারের দোকান ও বাস চালকদের বিশ্রামের জায়গা। এই নির্মম উচ্ছেদের আগে কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি, এমনকী আলোচনা করা হয়নি বাস সিন্ডিকেটের সাথেও। হকারদের একটাই প্রশ্ন, আমাদের অপরাধ কী? পুনর্বাসন ছাড়া আমরা পরিবার নিয়ে কোথায় যাব?

রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকারের 'উন্নয়ন'-এর নামে এই ধ্বংসলীলা এখন চরম আকার ধারণ করেছে। আইন ও নীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গরিবের পেটে লাথি মারা চলছে নির্বিচারে। বিজেপির খামখেয়ালি ও হটকারী সিদ্ধান্তে হাজার হাজার মানুষ আজ কর্মহীন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছড়ানোর পর, আজ যখন সাধারণ ব্যবসায়ীরা নিজেদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে রাস্তায় বসে কাঁদছেন, তখন বিজেপি নেতাদের মুখে কুলুপ।

তাঁদের বিকল্প অন্নসংস্থানের ব্যবস্থার কোনও দায় নেয়নি শাসক দল। বিগত ১৫ বছরে রাজ্যে যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে বিশেষ করে যেখানে হকার বেশি রয়েছে সেই জায়গাগুলিতে তাদের প্রথমে বিকল্প জায়গা খুঁজে দিয়ে তারপর সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার সেসবের তোয়াক্কা না করে কোনওরকম ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা না করেই উচ্ছেদের পথে হেঁটেছে। রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই ধরনের উচ্ছেদ এক কথায় নিন্দনীয়। হকারদের মূল দাবি, পুনর্বাসন না দেওয়া পর্যন্ত হকারদের কোনওভাবেই উচ্ছেদ করা চলবে না। পাশাপাশি রেলকে হকারদের লাইসেন্স প্রদান এবং বুলডোজার সংস্কৃতি বন্ধ করে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে। উচ্ছেদ করার আগে হকারদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। পুনর্বাসন-সহ সব ব্যবস্থা হকারদের জন্য নিতে হবে প্রশাসনকে।

## তিন গুরুত্বপূর্ণ বাজেট

**(প্রথম পাতার পর)** সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। আগামী ১৭ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্র দফতরের বাজেট নিয়ে আলোচনার কথা ঘোষণা করেছে। আগামী ২০ থেকে ২৪ জুলাই বিভিন্ন দফতরের বাজেট নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা হবে এবং ২৫ জুলাই পাশ হওয়ার কথা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল ও অর্থ বিল। পাশাপাশি কয়েকটি নতুন বিলও আসতে পারে।

সূচি অনুযায়ী, ২০ জুলাই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং পরিবহণ দফতরের বাজেট নিয়ে আলোচনা হবে। ২১ জুলাই উচ্চশিক্ষা, স্কুলশিক্ষা এবং শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের মেগা বাজেট নিয়ে বিতর্ক হবে, যে দিনটিতে ধর্মতলায় তৃণমূলের কর্মসূচি থাকায় তাদের বিধায়কদের অনুপস্থিতি কার্যত নিশ্চিত। ২২ জুলাই নজর থাকবে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের অধীনস্থ স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য-বিষয়ক দফতরের আলোচনায়, যেখানে সাম্প্রতিক গুন্ডা দমন আইন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ধর্ষণ-কাণ্ড এবং পুলিশের এনকাউন্টারের মতো ইস্যুতে বিরোধীরা সরকারকে চাপে ফেলতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ২৩ জুলাই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ, পর্যটন এবং ২৪ জুলাই পুর ও নগরোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের আলোচনা নির্ধারিত হয়েছে। বাকি দফতরগুলির বাজেট অবশ্য গিলোটিন প্রক্রিয়াতেই পাশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সকলকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা আসলে সোনার পাথরবাটি। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন, ২১ জুলাইয়ের মতো সংবেদনশীল দিনটিতে গুরুত্বপূর্ণ বাজেট ফেলে সরকার স্পষ্ট বুঝিয়ে করে দিয়েছে তাদের আসল উদ্দেশ্য। তৃণমূলকে তাদের সবথেকে বড় রাজনৈতিক কর্মসূচির দিনে বিধানসভা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে বিনা বাধায় বাজেট পেশের চক্রান্ত।

## শহিদ স্মরণ

**(প্রথম পাতার পর)** জারি নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না আদালত। ২০১৯ সালে এক মামলায় আদালত রায় দেয়, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে রাস্তা বন্ধ করে সভা করা যাবে না। এবারও ওই জায়গায় সভার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন জানায় তৃণমূল। বুধবার, বিচারপতি বিকল্প জায়গার কথা জানতে চান। তৃণমূলের আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ২৭ জুন আমরা ভেন্যু চেয়েছি। পাইনি। আমাদের পরে যারা চেয়েছে তাদের শহিদ মিনার দিয়েছে। আদালত জানায়, বিড়লা তারামণ্ডলের উল্টো দিকে একটা ফ্ল্যাঙ্ক বন্ধ রেখে সভা করা যাবে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বলেন, দয়া করে ৫ হাজার লোক থাকার অনুমতি দেওয়া হোক। পাল্টা বিচারপতি বলেন, আড়াই হাজার লোক নিয়ে ওই জায়গায় করলে অনুমতি দেওয়া যাবে। আপনাদের আবেগকে সম্মান জানিয়ে এই সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি মাথায় রাখুন। এরপরই তৃণমূলের পক্ষ থেকে তারামণ্ডলের সামনে ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ করার শর্ত মেনে নেওয়া হয়। তৃণমূল সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্যাথেড্রাল রোডে শহিদ স্মরণ করা হবে।

## ত্রিপল চাইতে এলেই সরকারি দফতরে পাঠিয়ে দেবেন কুণাল

**প্রতিবেদন :** ভোট লুট করে বিজেপি জেতার পর থেকেই প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। ষড়যন্ত্র করে নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে তৃণমূলকর্মীদের। বিজেপির এই নোংরা রাজনীতির বিষয় মাথায় রেখেই বর্ষাকালে সরকারের তরফে বিতরণের জন্য জন্য বিধায়কদের দেওয়া ত্রিপল নিয়ে যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করলেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন বিধায়ক। ত্রিপলের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেন, সরকার থেকে বিধায়ক হিসাবে নোটিশ পেয়েছি, বর্ষাকালে মানুষের আচমকা দরকার হলে যাতে ত্রিপল দেওয়া যায়, সেজন্য কিছু ত্রিপল দেওয়া হচ্ছে। মিডিয়ার মাধ্যমে সবিনয়ে জানিয়ে দিচ্ছি, সেই ত্রিপল তুলছি না। এর আগেও দেখেছি বনোমহোৎসবের জন্য গাছ দেওয়া হচ্ছে। চিঠি পেয়েছি এক হাজার গাছ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি এক হাজার দু'হাজার করে ত্রিপল দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেই ত্রিপল সজ্ঞানে নিচ্ছি না। এতে সেভাবে হয়তো মানুষকে সাহায্য করতে পারব না। একাংশ মানুষের অপরিণত হুজুগের জন্য বাকি মানুষ -এর জন্য ভোগান্তির শিকার হবেন। কারণ, যদি ২ হাজার ত্রিপল দেওয়া হয় তাহলে ওই ত্রিপল রাখব কোথায়? একদিনে তো অত ত্রিপল বিতরণ করা সম্ভব নয়, আবার ২ হাজারই লাগবে তাও নিশ্চিত করে বলা কঠিন। সরকারের কাছ থেকে আমাকে বলা হচ্ছে নাম দিতে, তাঁর হাতে ওই ত্রিপলগুলি দেওয়া হবে। যদি বাড়ির গ্যারাজ, পার্টি অফিসে ওই ত্রিপল রাখা হয় তাহলে দু'দিন পর প্রশ্ন করা হবে বিধায়কের কাছে ত্রিপল কেন? উনি কি বিক্রি করার জন্য রেখেছিলেন? তাই ত্রিপল দরকার নেই। যার-যার ত্রিপল লাগবে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব। নির্দিষ্ট অফিসারের কাছে যান এবং সংগ্রহ করুন।

## বাদল-স্মরণ

**প্রতিবেদন :** তৃতীয় রীতির নাটকের স্রষ্টা বাদল সরকারের জন্মদিন ছিল ১৫ জুলাই। ধুবুলিয়া কথাশিল্প তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ধুবুলিয়া বটতলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সভাগৃহে। অভিনেতা উত্তম প্রামাণিক বাদল সরকারের নাটকের গান পরিবেশন করেন। তাঁর 'বীজ' নাটকটি পাঠ করা হয়।

## বিজেপিকে শেষ না করা পর্যন্ত লড়াই চলবে : নেত্রী

**(প্রথম পাতার পর)** ছাত্র রাজনীতি করতাম, এখান থেকেই কার্যালয় চালাতাম। তখন যদি করতে পারি, এখনও করতে পারব। তাঁর কথায়, আজকে আমাদের জোর করে হারানো হয়েছে। একদিন না একদিন সব প্রমাণ হবে। সমস্ত এজেন্সি সেন্ট্রাল ফোর্স সবাইকে কাজে লাগিয়েছে। যেদিন দিল্লির ক্ষমতা থেকে চলে যাবে, সেদিন ভয় ইন হবে।

বিজেপিকে বিঁধে নেত্রী বলেন, আজকে আইসিদের দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। এখন আইসি বিজেপির ব্লক সভাপতি হয়েছে, এসপিরা হয়েছে জেলা সভাপতি। ভয় দেখিয়ে পুরসভা-পঞ্চায়েত ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। বলছে ওই শিবিরে যাও, নয় তো জেলে যাও। যারা লড়াই চালাচ্ছে, তাদের আমি কুর্নিশ জানাই। মনে রাখবেন, আমি যদি নিজে সেটিং করতাম, তাহলে এই অত্যাচার সহ্য করতে হত না। আমি কোনদিনও আদর্শকে বিকিয়ে খাই না, মূল্যবোধকে বিকিয়ে খাই না। মানুষ আমাদের জাগ্রত শক্তি। আমি মানুষের কাছে বেইমানদের জন্য ক্ষমা চাইছি। বিজেপি বলেছিল ভয় আউট ভরসা ইন। এখন দেখছি ভয় ইন, ভরসা আউট।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা আদালতের কাছে কৃতজ্ঞ। কোর্টের অনুমতিতে আমরা ২১ জুলাই করব। যদিও মেয়ো রোড আমরা চেয়েছিলাম, আমাদের দেওয়া হয়নি। ব্যাক ডোরে অন্যদের দিয়েছে। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে আমাদের একুশে জুলাই হবে। বেলা ১১টা থেকে আপনারা সবাই জমায়েত হবেন। আমার ছবির দরকার নেই। বিড়লা প্ল্যানিটোরিয়াম চলো বা কলকাতা চলো স্লোগানটা রাখবেন। ভুল করে অন্য জায়গায় যাবেন না। পুলিশ যদি অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেয় তাহলে বাঁধ ভেঙে চলে আসবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ কথা, যাদের লাগেজ-ব্যাগেজ-প্যাকেজ আছে তারা বিজেপির কোলে দোল খাচ্ছে। আমাদের সারা জীবনসংগ্রাম করে বাঁচতে হয়েছে। যখন বিরোধী দলে ছিলাম মার খেতাম। কিন্তু লড়াই থামাইনি।

এদিন বারুইপুরের নৃশংস ঘটনা নিয়ে নেত্রী বলেন, প্রতিবাদ হচ্ছে প্রতিবাদ হবে। আমরা সর্বতভাবে পাশে আছি নির্যাতিতা পরিবারের। যারা বলছেন কামদুনি বা আরজি করের নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়াইনি, তাঁরা ভুল বলছেন। ওদের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলা যাবে না। কেউ কোনও কথা বললে তাদের অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। ওয়ান পার্টি ওয়ান রিলিজিয়ন কায়েম করতে চাইছে। রিলিজিয়ান মানে হিন্দু ধর্ম নয়, হিন্দুত্ব। এরা হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলে প্রণামী বক্সে মানুষের দেওয়া দানকে লুঠ করতেন না।

আমরা ১০৫টা সামাজিক প্রকল্প করেছি, কেন্দ্র টাকা বন্ধ করা সত্ত্বেও। পরিষেবা দিয়ে গিয়েছি। কিন্তু এখন কেউ অন্নপূর্ণা একমাস পেয়ে, আর একমাস পাননি। অনেকেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন, তাদের এক থেকে দেড় কোটি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মিড-ডে মিল রান্না যাঁরা করতেন তাঁদের বাদ দিয়েছে। অনেকে স্কুলে আসত, ডিম পেত, দুমুঠো খেত। এজন্য প্রাইমারিতে ড্রপ আউট শূন্য হয়ে গিয়েছিল। আজকে সেই ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার্ত। হকাররা কিছু করে খেত। তাঁদের রুজি রোজগার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। জীবন-জীবিকা হারিয়ে লাখ লাখ মানুষ খেতে না পেয়ে আজ মৃত্যুপথযাত্রী হয়েছে।

এদিন অভিষেককে সামনে রেখে দল ভাঙার যে নোংরা ষড়যন্ত্র বিজেপি করছে, তা নিয়েও মুখে খোলেন নেত্রী। তিনি বলেন, আসলে এসব সস্তা বাহানা। মনে রাখবেন অভিষেক কোনও বাহানা নয়, একাই কেন্দ্রীয় এজেন্সির জুলুম এবং বিজেপির সব চক্রান্তের বিরুদ্ধে 'বাঘের মতো' লড়াই করছে। নো আইডি কার্ড নো ভোটের— লড়াইটা আমাদের কর্মীরা করেছিল। সেই সময় আমিও আক্রান্ত হয়েছিলাম। আমার সামনে টিয়ার গ্যাস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, গুলি করে দেওয়া হয়েছিল। আমার বুকে রিভলভার ধরা হয়েছিল। তখন আমার একজন মাত্র সিকিউরিটি ছিল। সিপিএমের যাঁরা প্রতিবাদী তাঁদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আপনারা মরিচঝাঁপি থেকে শুরু করেছিলেন। অনিতা দেওয়ানের কথা, বানতলার কথা কেউ ভুলে যাবে না। আনন্দমার্গীদের পুড়িয়ে মারার কথা কেউ ভুলে যাবেন না। ভিআইপিতে চালানো শান্তিপুরের কৃষক আন্দোলনে গুলি চালানো, হাওড়ার আমতায় ১১ জনের হাত কেটে দেওয়ার মতো নৃশংস অনেক ঘটনা ঘটেছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম অনেক পরে ঘটেছে। আমাদের আন্দোলন কীভাবে আটকানো হয়েছে দেখেছেন। ডবলডেকার বাস নিয়ে আমাদের আন্দোলন আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আজ লুম্পেন বাহিনী যা করছে, একসময় তারাও তাই করেছে। অ্যাসিড বাল্ব নিয়ে আসছিল আমার মুখে ঢালবে বলে। রাতের বেলা অপেক্ষা করতে হয়েছে নন্দীগ্রামে যাব বলে। ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে সিঙ্গুরে যাব বলে। তাই এখন যত প্রতিকূলতাই তৈরি করা হোক আমাদের লড়াই চলবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণ দিনাজপুরের পাতিরামে উদ্ধার পরিমাণ হেরোইন। জাতীয় সড়ক দিয়ে এই হেরোইন পাচারের সময় তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে

আমার বাংলা
16 July, 2026 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in



# বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তৃণমূল কর্মীদের হুমকি দিচ্ছে বেইমানরা

**সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ :** বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে দলত্যাগী বেমাইমানরা। ২১-এর প্রস্তুতি সভা করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এমনকী, তৃণমূলের কর্মীদের গ্রেফতারির ভয় দেখানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দেওয়া হচ্ছে প্রাণে মারার হুমকিও। উত্তরদিনাজপুর, মালদহ-সহ উত্তরের একাধিক জেলা থেকে এসেছে এমন খবর। তবে তৃণমূল কর্মীরা জানিয়েছেন, ভয় দেখিয়ে তাঁদের দমিয়ে রাখা যাবে না। কারণ তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে এগিয়ে চলেছেন। তাঁরা নেত্রীর পাশে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। বেইমানদের শাসানির তাঁরা তোয়াক্কা করেন না। তাই অনেক জায়গায় এসব হুমকির তোয়াক্কা না করেই হয়েছে প্রস্তুতি সভা। মালদহের নেতৃত্ব জানিয়েছেন, বিজেপির গুণ্ডাদের সঙ্গে হাত মেলানো দলত্যাগী বেইমানরা প্রস্তুতি সভা করতে না দিলেও শহিদ স্মরণে মালদহের মানুষ উপস্থিত থাকবেন। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের কর্মীরা ইতিমধ্যেই নেত্রীর কাছে বেইমানদের আচরণের কথা জানিয়েছেন। তৃণমূল কর্মীরা বলছেন, এক কথায় ভয় পেয়েছে বিজেপির কোলে দোল খাওয়া বেইমানের দল। ২১-এর শহিদ স্মরণে তৃণমূলের সভায় জেলা থেকে হাজার হাজার কর্মী, সমর্থক এমনকী সাধারণ মানুষ যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনতে এবং তাঁকে দেখতে বিগত বছরের মত এবছরও কর্মী সমর্থকরা ভিড় করবেন। আর তাতেই দশ গোল খাবে বেইমানরা। তাই হুমকি দিয়ে প্রস্তুতি সভা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। তবে এতে কোনও লাভ হবে না। বৃষ্টি হলেও ছাতা মাথায় দিয়ে মানুষ তৃণমূলের শহিদ স্মরণে উপস্থিত থাকবেন। চাপের মুখেও মাথা সোজা রাখা এক আদি তৃণমূল নেতা আক্ষেপের সুরে বলেন, আমরা দলের একেবারে জন্মলগ্ন থেকে আছি। এই চরম দুর্দিন কেটে যাবে এবং একদিন ফের প্রিয় দলনেত্রী শক্ত হাতে হাল ধরে এই নিচুতলার বিশ্বস্ত কর্মীদের আবার লড়াইয়ের সঠিক পথ দেখাবেন।

## জলপাইগুড়ির ৩০০০ কর্মী যোগ দেবেন শহিদ দিবসে

জলপাইগুড়িতে প্রস্তুতি সভা। বুধবার।

**সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি :** আগামী ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসকে সামনে রেখে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জলপাইগুড়িতে। বুধবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কল্যাণ চক্রবর্তী ভবনে আয়োজিত হল এক বিশেষ প্রস্তুতি সভা। এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে জেলার প্রায় ১৪০ জন শীর্ষস্থানীয় নেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন। মূলত ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচিতে জলপাইগুড়ি জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকদের কলকাতায় পাঠানোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। দলীয় সূত্রে খবর, এবছর জলপাইগুড়ি জেলা থেকে প্রায় ৩০০০ কর্মী-সমর্থক কলকাতার জনসভায় যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জেলার প্রান্তিক এলাকা থেকে আসা কর্মীদের কলকাতায় পৌঁছানো ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দিকটি নিয়ে নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

## স্থগিত পরিষেবা

নতুন করে ধস না নামলে বৃহস্পতিবার থেকে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থেকে দার্জিলিংয়ের মধ্যে টয়ট্রেন পরিষেবা আবার চালু হবে । তিনধারিয়া এলাকায় ধস নামায় আপাতত শিলিগুড়ি জংশন-তিনধারিয়া জঙ্গল সাফারিও বন্ধ রয়েছে। এতে পাহাড়ের পর্যটনেও কিছুটা ধাক্কা লেগেছে। অন্যদিকে, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবাও স্থগিত রয়েছে। রিটেনশন ওয়াল তৈরির পরই ওই পথ ধরে টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করা হবে। প্রসঙ্গত, বারে বারে টয়ট্রেন বন্ধ হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে পর্যটকদের মধ্যে। তাঁদের অভিযোগ পাহাড়ে ধস নামলে দ্রুত মেরামত না করে দিনের পর দিন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে পরিষেবা। এভাবে দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনেক ঐতিহ্য নষ্ট হচ্ছে। রেলের খতির দায় পোহাতে হচ্ছে পর্যটকদের।

# মেলেনি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দাবিতে বিক্ষোভে শামিল মহিলারা

**সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ:** সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে নিয়ম মেনে ফর্ম ফিলাপ করেছিলেন। আশা ছিল, লক্ষ্মীর ভান্ডারের মতো এবার এই প্রকল্পেও তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও ঢুকবে অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতার টাকা। কিন্তু বাস্তবে ঘটল উল্টোটা।

দিনের পর দিন পেরিয়ে গেলেও ভাতার টাকা না ঢোকায় অবশেষে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বঞ্চিত মহিলারা। চরম হয়রানির অভিযোগ তুলে বুধবার ডালখোলা পুরসভায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার মহিলারা। বিক্ষুব্ধ মহিলাদের মূল অভিযোগ, অন্নপূর্ণা যোজনার দুই কিস্তির টাকা ইতিমধ্যে বেশ কিছু উপভোক্তা পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ডালখোলা পৌর এলাকার বহু মহিলার আবেদনপত্র সঠিক সময়ে জমা নেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের অ্যাকাউন্টে এখনও একটি টাকাও ঢোকেনি। কেন এই বৈষম্য? কেন তাঁদের মাসের পর মাস এভাবে সরকারি দপ্তরে দপ্তরে ঘুরে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে? এই প্রশ্ন তুলেই এদিন ডালখোলা পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের মহিলারা পৌরসভা কার্যালয়ে এসে সোচ্চার হন। বিক্ষোভকারী মহিলাদের বক্তব্য, আমরা গরিব মানুষ। অনেক আশা নিয়ে যথাসময়ে সমস্ত নিয়ম মেনে ফর্ম ফিলাপ করে জমা দিয়েছিলাম। অথচ আমাদের টাকা এখনও ঢোকেনি, অথচ অনেকের অ্যাকাউন্টে পরপর দুই কিস্তির টাকা চলে এসেছে। আমাদের কেন এই হয়রানি করা হচ্ছে? অবিলম্বে আমাদের ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

মহিলাদের এই তুমুল বিক্ষোভের জেরে এদিন ডালখোলা পৌরসভা চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন ডালখোলা পৌরসভার পৌরপতি তনয় দে। বিক্ষোভকারী মহিলাদের সাথে কথা বলে তাঁদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন তিনি। তিনি জানান, অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে পৌরসভার যেটুকু দায়িত্ব ও ভূমিকা ছিল, তা আমরা সঠিক ও নিয়ম মেনেই পালন করেছি। ফর্ম যাচাই বা পাঠানোর কাজে কোনো খামতি নেই। কিন্তু ভাতা মঞ্জুর বা সরাসরি টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে পৌরস্তরের হাতে কোনো ক্ষমতা বা ভূমিকা থাকে না।

## উল্লাসে মত্ত ৪, হড়পাবানে পড়ল নদীতে, বাঁচালেন স্থানীয় যুবক

এভাবেই নদীতে বিপজ্জনকভাবে ভাসছিল গাড়িটি।

**সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি :** ক্রমশ বাড়ছে উত্তরের পাহাড়ি নদীগুলির জল, পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টির জেরে বাড়ছে জলস্তর, মঙ্গলবার রাত নাগাদ দুধিয়ায় বালাসন নদীতে হঠাৎ হড়পাবান দেখা দিলে, রাতের অন্ধকারে হড়পাবনে বেকায়দায় পড়ে একদল যুবক ও যুবতী । জানা গিয়েছে রাতের অন্ধকারে পাহাড়ি নদীর জলে মদ্যপান করছিলেন তারা, স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন তাদের অনেক বার না করা হলেও তারা গান বাজিয়ে উল্লাসে মত্ত ছিলেন, হঠাৎই বিকট শব্দ করে জলস্তর বেড়ে হড়পাবনে মাঝনদীতে আটকে পড়েন তারা। এর পর স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে কয়েক জন যুবক নিজেদের কোমরে দড়ি বেঁধে প্রবাহিত নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে তাঁদের উদ্ধার করেন। এলাকার বাসিন্দারা জানান এখন চারজনেই নিরাপদে রয়েছেন, তাদের গাড়িটিকে উদ্ধার করা হচ্ছে, প্রশাসনের খামখেয়ালিপনায় রাতের অন্ধকারে নদীর ধারে অনেক যুবক-যুবতী নদীর ধারে এসে মদ্যপান করেন। বারংবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানালেও কাজ হয়নি বলেই অভিযোগ তাঁদের, অবিলম্বে দুধিয়া নদীর উপর পুলিশ মোতায়েন করা হোক বলে দাবি পাহাড়ি বাসিন্দাদের।

# খাবারের খোঁজে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে হাতির হানা

**সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি :** ডুয়ার্সের মাটিয়ালি ব্লকে ফের বুনো হাতির উপদ্রব। মঙ্গলবার গভীর রাতে খাবারের সন্ধানে জঙ্গল থেকে লোকালয়ে ঢুকে তান্ডব চালাল একটি বুনো হাতি। ঘটনাটি ঘটেছে মাটিয়ালি ব্লকের বাতাবারি ও পশ্চিম বাতাবারি এলাকায়। হাতির হামলায় একদিকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সরকারি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, তেমনই গৃহস্থের ঘরে হানা দিয়েছে হাতিটি হাতিয়ে নিয়েছে ধান। বনদপ্তর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে খরিয়ার বন্দর জঙ্গল থেকে একটি বুনো হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। প্রথমেই হাতিটি বাতাবারি ব্যাংক পাড়া এলাকায় অবস্থিত ২২০ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে হানা দেয়। হাতির আঘাতে ওই কেন্দ্রের দেওয়াল ভেঙে যায় এবং রান্নার উনুনটিও

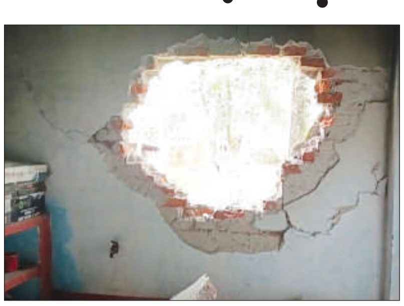

হাতির তাণ্ডবে ভেঙেছে দেওয়াল।

ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের গেটও ভেঙে ফেলে হাতিটি। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা জমিলা খাতুন জানিয়েছেন, রান্নাঘর ভেঙে ফেলায় রান্নার সামগ্রী ও পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পুরো বিষয়টিই সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হয়েছে। গৃহস্থের ঘরে হানা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তাণ্ডব চালানোর পর হাতিটি পশ্চিম বাতাবারি এলাকায় চলে যায়। সেখানে বাবলু ওরাওঁ-এর বাড়ির বেড়া ভেঙে ভিতরে ঢোকে হাতিটি। এরপর শুঁড় দিয়ে ধান বোঝাই ডুলি তুলে নিয়ে যায় বন্যহাতিটি। রাতের অন্ধকারে হাতির তাণ্ডবে বাড়ির লোকজন প্রাণভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে কোনোমতে রক্ষা পান। বনকর্মীরা পৌঁছানোর আগেই হাতিটি ফের খরিয়ার বন্দর জঙ্গলের দিকে চলে যায়। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তারা নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন।

## জলাশয়ে পড়ে করণদিঘিতে মৃত্যু

**সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ :** রাস্তার ধারে ডোবায় পড়ে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীর। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার লাহুতাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কল্লোপাড়া গ্রামে। মৃত ছাত্রীর নাম জিনা খাতুন বয়স (৭)। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার জিনা খাতুন টিউশনি পড়ে বাড়ি ফিরছিল। কল্লোপাড়ায় রাস্তার পাশে একটি ডোবাতে একটি শিশুটি পড়ে যায়।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

16 July, 2026 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

# বেতন-নিরাপত্তা নেই • রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব শ্রমিকেরা

## ডিপিএল-এ ফের মৃত্যু হল কর্মরত দুই শ্রমিকের

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : নিরাপত্তার গাফিলতিতে ফের মৃত্যু শ্রমিকের। এবার ঘটনাস্থল রাজ্য সরকারের অধীনস্থ দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড (ডিপিএল)। কুলিং টাওয়ারের উঁচু অংশে কাজ করার সময় আচমকাই নিচে পড়ে মৃত্যু হল দুই ঠিকা শ্রমিকের। মৃতদের নাম উমেশ সাউ (৫৪) অন্ডালের বাসিন্দা ও সিন্টু ঘোষ (৪৯) দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর বাসিন্দা। বুধবারের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে গোটা ডিপিএল চত্বরে। ঘটনাকে ঘিরে ফের শিল্পাঞ্চলে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উঠছে বড় প্রশ্ন। ডিপিএল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন কুলিং টাওয়ারের উপর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলাকালীন আচমকাই ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়ে যান ওই দুই শ্রমিক। সহকর্মীরা দ্রুত তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা করলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার পুলিশ। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও ডিপিএলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক স্বাগতা মিত্র দাবি করেছেন, শ্রমিকদের সমস্ত নিরাপত্তা সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছিল। তাঁর কথায়, সমস্ত নিরাপত্তা সরঞ্জাম দেওয়া ছিল। তারপরেও কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। বিষয়টি নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃতদের পরিবারের পাশে ডিপিএল থাকবে। অন্যদিকে, আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার রাসপ্রিত সিং জানিয়েছেন, দু'জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে। কীভাবে এই মৃত্যু হল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

## বঞ্চনার অভিযোগ, বিক্ষোভ দেখালেন সাফাইকর্মীরা

দাবিপূরণ না হলে কর্মবিরতির ডাক সাফাইকর্মীদের।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুর রেল স্টেশনের বাইরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন রেলের অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা। বেতন থেকে নিয়মিত ইএসআই ও পিএফ এর জন্য টাকা কেটে নেওয়া হলেও সেই সুবিধা বাস্তবে পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তাঁদের। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা, অনিয়ম এবং কর্মক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগও তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। এই সমস্ত অভিযোগের প্রতিবাদে কাজ বন্ধ রেখে স্টেশনের বাইরে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন সাফাই কর্মীরা। তাঁদের দাবি, শ্রম আইন অনুযায়ী যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা, তা অবিলম্বে নিশ্চিত করতে হবে। বেতন থেকে কাটা ইএসআই ও পিএফ-এর অর্থের সঠিক হিসাব দিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত বকেয়া সুবিধাও দ্রুত মেটাতে হবে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে একাধিকবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হলেও সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই আন্দোলনের পথে নামতে হয়েছে। তাঁদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। প্রয়োজনে আরও বৃহত্তর ও লাগাতার আন্দোলনের পথেও হাঁটবেন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ঠিকাদারি ব্যবস্থার আওতায় কাজ করলেও শ্রমিক হিসেবে তাঁদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে না। ইএসআই ও পিএফ-এর মতো মৌলিক সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন তাঁরা। তাই দ্রুত সমস্যার সমাধান করে সমস্ত আইনসম্মত প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন রেলের অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা। একই সঙ্গে তাঁরা জানিয়েছেন, কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

## বেতন নেই, কর্মবিরতিতে পুরসভার ৭০০ কর্মী

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: বেতন নেই। আবেদনের পরেও হয়নি সুরাহা। এবার তাই কর্মবিরতীর পথে হাঁটলেন বিষ্ণুপুর পুরসভার সাফাই, বিদ্যুৎ, জল ও কল দফতরের ৭০০ কর্মী। বুধবার তাঁরা পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে ৭০০ কর্মী কাজ বন্ধ করে দেন। বিক্ষোভের পর হঠাৎ করেই এক মাসের বেতন ঢুকতে শুরু করে শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে। কিন্তু তার পরও তাঁরা সিদ্ধান্ত অটুট। অনেক বোঝানোর পর তাঁরা বৃহস্পতিবার কাজ করবেন জানালেন। হুঁশিয়ারি দেন যদি দু'মাসের বেতন না মেটানো হয় তাহলে তাঁরা ফের কর্মবিরতিতে হাঁটবেন। প্রসঙ্গত, ভোট লুট করে বিজেপি সরকার আসার পর থেকেই রাজ্য জুড়ে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, নিরাপত্তাহীনভাবে কাজ করায় তাংদের প্রাণহানিও হচ্ছে। এসব নিয়ে ক্ষোভের আগুন জ্বলছিলই। কোনও সুরাহা না হওয়ায় তা বিস্ফোরণ হয়। এবার দিকে দিকে সরকারি কর্মী ও শ্রমিকরা সরব হয়েছেন। রাজ্য ও কেন্দ্র উভয়ের বিরুদ্ধেই তাঁরা অভিযোগ তুলছেন। শ্রমিবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন তাঁরা।

## কাজ কেড়েছে বিজেপি, প্রতিবাদে পথে আয়ারা

সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন আন্দোলনরতরা।

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : প্রায় ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে রোগীদের সেবা দিয়ে আসা আয়াদের তাঁদের সেবা থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে সোমবার হাসপাতালের এমএসভিপি দফতরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতালের সেবিকারা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘ ৩০ থেকে ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রায় ১৮ জন বেশি আয়া হাসপাতালে রোগীদের সেবার কাজ করে আসছেন। স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে তাঁরা কোনও সরকারি পারিশ্রমিক পান না। রোগীদের পরিবারের সদস্যদের দেওয়া সামান্য সাহায্যের টাকাই তাঁদের জীবিকার একমাত্র ভরসা। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে পরিচয়পত্র ও সরকারি স্বীকৃতির আবেদন জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বরং সম্প্রতি তাঁদের হাসপাতালের সেবার কাজ থেকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, বহু রোগীর পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে থেকে সেবা করার মতো পরিস্থিতিতে থাকেন না। সেইসব রোগীর দিন-রাত দেখভালের দায়িত্বই তাঁরা পালন করতেন। সেই কাজ কেড়ে নেওয়ায় তাঁদের রুজি-রুটি বন্ধ হয়ে গেছে। গত ৪১ দিনেরও বেশি সময় ধরে তাঁরা বেকার বলে অভিযোগ করেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে পুনরায় হাসপাতালে সেবার কাজে যুক্ত করতে হবে। এই দাবিতেই এদিন এমএসভিপির কাছে স্মারকলিপি দেন ও বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন— দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা।

## নদী-ভাঙনে বিপর্যস্ত গ্রাম

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বর্ষার মরশুমে ফের চোখ রাঙাতে শুরু করেছে সুবর্ণরেখা নদী। জলের তোড় ও ক্রমাগত নদীভাঙনের জেরে এবার ব্যাপক ধস নামল ঝাড়গ্রাম জেলার সুবর্ণরেখা তীরবর্তী মহাপাল ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায়, যা স্থানীয়দের কাছে রামঘুরা ঘাট নামেও সুপরিচিত। জানা গিয়েছে, নদীর আগ্রাসী রূপের জেরে ইতিমধ্যেই ঘাট সংলগ্ন এলাকার প্রায় ১০০ মিটার অংশ জুড়ে বিশাল ধস নেমেছে। ক্রমাগত এই নদীভাঙনের কারণে নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু নদীর পাড় ভেঙে পড়াই নয়, এই ভয়াবহ ধসের প্রভাব গিয়ে পড়েছে এলাকার মূল যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপরও। স্থানীয় সূত্রে খবর, নদী তীরবর্তী রাস্তাটির বেশ কিছুটা অংশে ইতিমধ্যেই বড়সড় ফাটল ধরতে শুরু করেছে। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর-২ নম্বর ব্লকের মহাপাল এলাকায় ফের নদীভাঙনের আশঙ্কা ঘনীভূত হয়েছে। মহাপাল নদীতীরবর্তী এলাকায় প্রায় ১০০ মিটার জুড়ে নদীর পাড় ভেঙে পড়ায় চরম উদ্বেগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আশপাশের জমিতে জমে থাকা জল হঠাৎ করে নদীতে প্রবাহিত হওয়ার ফলে মাটির ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারই জেরে শুরু হয়েছে ব্যাপক পাড় ভাঙন। নদী তীরবর্তী এলাকায় যে রাস্তা আছে রাস্তার ধারের একাংশ ধসে গেছে। এলাকাবাসীর আশঙ্কা, নদীতে জলস্তর বাড়লে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে।

## আলমারি খুলে গয়না চুরি, ধৃত আয়া

সংবাদদাতা,হাওড়া : ফের চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকায় চুরির ঘটনা। তবে এবার চুরি করে চম্পট দেওয়া নয়, বাড়ির আলমারি থেকে সোনার গয়না চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক আয়া। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার রামরাজাতলার অম্বিকা কুণ্ডু লেনের একটি বহুতলের ফ্ল্যাটে। খবর পেয়ে চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ এসে অভিযুক্তকে আটক করে। ওই বহুতলের তিনতলায় সপরিবার থাকেন দিব্যেন্দু ব্যানার্জি ও ঈশানী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালেও তাঁরা কাজে বেরিয়ে যান। বাড়িতে ছিলেন তাঁদের বৃদ্ধ বাবা-মা এবং নয় বছরের ছেলে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তেলেঙ্গানায় সরকারি ইঞ্জিনিয়রের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল প্রায় ১০০ কোটি টাকা। হায়দরাবাদ-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় হানা দিয়ে দুর্নীতি দমন শাখা বি রবীন্দ্র নামে ওই ইঞ্জিনিয়ারের আয়-বর্হিভূত বিশাল সম্পত্তির হদিশ পেল



# ডিলিমিটেশনের পথ মসৃণ করতেই নতুন করে মহিলা সংরক্ষণ বিলের ষড়যন্ত্র

## বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক চিদাম্বরম

**নয়াদিল্লি:** মহিলা সংরক্ষণ বিলের নেপথ্যে বিজেপির আসল মতলব ফাঁস করে দিলেন কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদাম্বরম। তাঁর সাফ কথা, নতুন করে আর মহিলা সংরক্ষণ বিল সংসদে আনার কোনও প্রয়োজনই নেই। কারণ, সংবিধানের ১০৬তম সংশোধনীতে লোকসভা এবং রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে নিশ্চিত করা হয়েছে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ। চিদাম্বরমের প্রশ্ন, এর পরেও আবার একই কারণে নতুন করে ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল জরুরি কোন যুক্তিতে? তাঁর অভিযোগ, গত এপ্রিলে এই বিল সংসদে পাশ করাতে গিয়ে শুধু ব্যর্থ হয়নি, সজোরে ধাক্কা খেয়েছে মোদি সরকার। তাই আবার নতুন করে তা সংসদে পেশ করার ফন্দি আঁটছে বিজেপি। তাদের আসল মতলব, ডিলিমিটেশনের পথ মসৃণ করা।

এই বিল পিছনের দরজা দিয়ে পাশ করানোর লক্ষ্যেই যে বিরোধী দলগুলিকে ভাঙার খেলায় নেমেছে বিজেপি, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন চিদাম্বরম। তাঁর তীব্র কটাক্ষ, তৃণমূলের পরে এবারে তাদের কুদৃষ্টি শরদ পাওয়ারের এনসিপি এবং ডিএমকের দিকে। লক্ষ্য একটাই, নতুন রূপে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করানো। কিন্তু সেই চক্রান্ত মোটেই সফল হবে না বিজেপির। চিদাম্বরমের দৃঢ় বিশ্বাস, নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকবে এই দুটি দল। পা দেবে না বিজেপির পাতা ফাঁদে।

## বাংলায় প্রতিহিংসা • প্রশ্ন ফাঁস • মন্দিরে প্রণামী লুঠ

# তিন ইস্যুতে সংসদের বাদল অধিবেশনে মোদি সরকারকে কোণঠাসা করবে তৃণমূল

**নয়াদিল্লি:** সংসদের বাদল অধিবেশনে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শানাবে তৃণমূল। মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে ঝড় তুলে কেন্দ্রকে কোণঠাসা করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছেন দলের সাংসদরা। বাংলায় বিজেপি সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতি সংসদে বেআব্রু করে দেবে তৃণমূল। দৃষ্টি আকর্ষণ করবে গোটা দেশের। এছাড়াও প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং মন্দিরে প্রণামী লুঠের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হবে তৃণমূল। বুধবার একথা জানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। সংসদীয় দল সূত্রে খবর, ২০ জুলাই, সোমবার শুরু হচ্ছে বাদল অধিবেশন। তবে ২১ জুলাই কলকাতায় ক্যাথেড্রাল রোডে শহিদ তর্পণ সমাবেশে দলের সব সাংসদ ব্যস্ত থাকবেন। সেই কারণে ২২

জুলাই থেকে তাঁরা নিয়মিত হাজির থাকবেন সংসদে। তার আগে ২০ জুলাই সংসদে উপস্থিত থাকবেন লোকসভার সাংসদ সৌগত রায় এবং রাজ্যসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ। ১৯ জুলাই সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব করবেন এই দুই সাংসদই। ২০ জুলাই দিল্লিতে ককরোচ র‍্যালিতে অংশ নেবেন সাগরিকা ঘোষ। ওইদিনই ফারুক আব্দুল্লার কাশ্মীর র‍্যা লিতে উপস্থিত থাকবেন সৌগত রায়। এরই মধ্যে ইন্ডিয়া ব্লকের কোনও বৈঠক ডাকা হলে সেখানে তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব করবেন সৌগত রায় এবং সাগরিকা ঘোষ।

সবমিলিয়ে তৃণমূল ৩টি বিষয়কে সামনে রেখে কীভাবে মোদি সরকারকে সংসদে লেজেগোবরে করবে, সেই রণনীতি সাজিয়ে ফেলেছে। বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসার পরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে দ্রুত অবনতি হচ্ছে, তা সংসদে তুলে ধরবে তৃণমূল। সাংসদেরা দেখিয়ে দেবেন, বাংলার মানুষ কতটা অসহায় বোধ করছেন বিজেপির শাসনে। বাংলায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা কীভাবে বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছেন তা তুলে ধরা হবে তথ্য এবং পরিসংখ্যান দিয়ে।

এ তো গেল একটা দিক। নিট এবং অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের দুর্নীতিচক্র কীভাবে প্রশ্রয় পাচ্ছে বিজেপির, কীভাবে পরীক্ষার্থীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন, তা সংসদে তুলে ধরে মোদি সরকারের কৈফিয়ত তলব করবে তৃণমূল। রামমন্দির, বদ্রীনাথ সহ বিভিন্ন মন্দিরে প্রণামী লুঠের ঘটনাতেও মোদি সরকার এবং বিজেপির মুখোশ সংসদে খুলে দেবে তৃণমূল। দলের অভিযোগ, মহিলা সংরক্ষণ বিলের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে বিজেপি।

# সমাজমাধ্যমে ছবি দিয়ে কটাক্ষ অখিলেশের বিজেপির অপকর্মের বন্যায় ভাসছে অযোধ্যা

**লখনউ :** অযোধ্যার রামমন্দিরে প্রণামী লুটের ঘটনায় তোলপাড় সারা দেশ। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে মরিয়া বিজেপি। সত্যি কথা বলতে কী মন্দিরকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির বন্যা। এবারে সেই বিজেপি সরকারেরই অপদার্থতায় অযোধ্যার রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ জলের তলায়। ব্যাপক দুর্ভোগে পথচারীরা। ব্যাহত যানবাহন চলাচলও। রাস্তার সেই করুণ ছবি সমাজমাধ্যমে তুলে ধরেছেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। তাঁর বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য, অযোধ্যায় বিজেপির দাবি-করা

আন্তর্জাতিক মানের উন্নয়নের এই হল নমুনা! বিজেপিরই অপকর্মের বন্যায় যেভাবে ভেসে যাচ্ছে অযোধ্যা, ঠিক সেভাবেই তাদের সরকারের ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতায় ভেসে যাচ্ছে অযোধ্যার রাস্তাঘাট।

# সোনমের অনশন, কৈফিয়ত তলব

**নয়াদিল্লি:** সোনম ওয়াংচুকের অনশন ভাঙানোর জন্য আদালতের হস্তক্ষেপ চাইলেন এক আইনজীবী। কেন্দ্রের কাছে কৈফিয়ত তলব করল দিল্লি হাইকোর্ট। নিট প্রশ্ন ফাঁস কেলেঙ্কারি থেকে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করা কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে আমরণ অনশন করছেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। কমছে ওজন, ক্রমাগত ভাঙছে শরীর।

# নয়ডার আবাসনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিহত ২ বাসিন্দা

**নয়ডা:** বুধবার দুপুরে নয়ডার ফেজ-৩ থানা এলাক্য মামুরা গ্রামের একটি বহুতল আবাসনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন দু'জন। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ও ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় বহুতলটি। ভিতরে আটকে পড়েন প্রায় ৫০টি পরিবারের সদস্য। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেক্টর ৬৬-তে পৌঁছে একাধিক দমকল ইঞ্জিন উদ্ধারকাজ শুরু করে। দীর্ঘ চেষ্টার পর সকলকে নিরাপদে বের করে আনা সম্ভব হলেও, দুর্ঘটনায় দুই বাসিন্দার মৃত্যু হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, পার্কিং এলাকায় একটি বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জ দেওয়ার থেকেই আগুন লেগেছে। দমকলের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং আবাসনের ভিতরে আটকে থাকা সমস্ত পরিবারকে নিরাপদে বাইরে বের করে আনা সম্ভব হয়। তবে ঘন ধোঁয়ার কারণে আরও দুজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

# যৌন হেনস্থা-ধর্ষণের মামলার শুনানিতে ভাষার অপপ্রয়োগ নয়

# সব আদালতের জন্য কড়া গাইডলাইন সুপ্রিম কোর্টের

**নয়াদিল্লি:** যৌন হেনস্থা এবং ধর্ষণের চেষ্টার মতো স্পর্শকাতর মামলার রায় দেওয়ার সময় অনেক বেশি সহানুভূতিশীল এবং সংবেদনশীল হতে হবে বিচারকদের। মামলার শুনানিতে রুখতে হবে ভাষার অপপ্রয়োগ, অবশ্যই দূর করতে হবে লিঙ্গবৈষম্যমূলক মানসিকতা। স্পষ্ট জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন বা নির্দেশিকাও অনুমোদন করেছে শীর্ষ আদালত। ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির বিশেষজ্ঞ কমিটির তৈরি একটি হ্যান্ডবুক এটি। দেশের সবস্তরের আদালতকে এই গাইডলাইন কড়াভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বলা হয়েছে, মামলার শুনানির সময় ভুক্তভোগী মহিলাদের সম্মানহানি করে বা তাঁদের ট্রমাকে খাটো করে এমন কোনও শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। এখানেই শেষ নয়, এফ আই আর দায়ের বা চার্জশিট পেশ করার সময় সমস্ত রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন এবং থানার ডিউটি অফিসারদের অবশ্যই অক্ষরে

অক্ষরে মেনে চলতে হবে হ্যান্ডবুকের পরিভাষা। শীর্ষ আদালতের এই নয়া নির্দেশিকা যৌন হেনস্থার শিকার হওয়া মহিলাদের আইনি লড়াইয়ে অনেক বেশি মর্যাদা এবং সুরক্ষা দেবে বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা।

যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত একটি মামলায় পাটনা হাইকোর্টের একটি বিতর্কিত রায়ের প্রেক্ষিতেই এই কড়া পদক্ষেপ সুপ্রিম কোর্টের। ধর্ষণ নিয়ে পাটনা হাইকোর্টের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত। তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ। লক্ষণীয়, সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের একটি রায়ে মন্তব্য করা হয়েছে, কোনও নারীর স্তন স্পর্শ করা বা জোর করে নিম্নাঙ্গের পোশাক বা সালোয়ার খোলার চেষ্টা আদৌ ধর্ষণের চেষ্টা নয়। এটি কেবল মহিলার শ্লীলতাহানি। এই মন্তব্যেই প্রবল ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি।

বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, আদালত কক্ষের সংস্কৃতি কিন্তু শুধুমাত্র আইনের নথিতেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রাত্যহিক আচরণ এবং শব্দ চয়নের মাধ্যমেও বদলাতে হবে।

দেশ বিদেশ

16 July, 2026 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মার্কিন সেনেটরদের একটি দল নতুন নিষেধাজ্ঞা বিলের কথা ঘোষণা করেছে। সেই বিলে রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারত, চিন-সহ পাঁচটি দেশের উপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

# ভারতের বৃহত্তম পারমাণবিক প্রকল্পের তথ্যচুরি হয়ে ডার্ক ওয়েবে! সাইবার নিরাপত্তার শঙ্কা বাড়ল

**নয়াদিল্লি :** ভারতের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কুডানকুলমকে ঘিরে বড়সড় সাইবার নিরাপত্তা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কুখ্যাত র্যানসমওয়্যার গোষ্ঠী 'ওয়ার্ল্ড লিকস' ডার্ক ওয়েবে দাবি করেছে, তারা অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গোষ্ঠী থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করেছে। সেই তথ্যে কুডানকুলম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিভিন্ন অংশের কথিত নকশা (ব্লুপ্রিন্ট), সরবরাহকারী সংস্থার তথ্য এবং প্রকল্প-সংক্রান্ত বিপুল সংখ্যক নথি রয়েছে।

তামিলনাড়ুর কুডানকুলম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ভারতের সাতটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে বড়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা ঘোষণার প্রেক্ষিতে এই প্রকল্পটি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। কুডানকুলাম প্রকল্পের অন্যতম ঠিকাদার অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গোষ্ঠী স্বীকার করেছে যে তৃতীয় পক্ষের ডেটা সেন্টার পরিষেবা সংস্থা ইয়োটা-র সার্ভারে সংরক্ষিত তাদের কিছু তথ্যের 'আংশিক নিরাপত্তা লঙ্ঘন' ঘটেছে। সংস্থার দাবি, বিষয়টি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে। তবে ঠিক কী ধরনের তথ্য ফাঁস হয়েছে, তা রিলায়েন্স প্রকাশ করেনি। ডার্ক ওয়েবে প্রকাশিত নথিগুলি ২০১৬ সাল থেকে ২০২৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ের বলে দাবি করা হয়েছে। রয়টার্স প্রায় ১৯ হাজার নথি পর্যালোচনা করলেও এগুলোর সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি। তবে ওই নথির মধ্যে বিভিন্ন ব্লুপ্রিন্ট, সরঞ্জাম পরিদর্শনের রেকর্ড, বৈঠকের কার্যবিবরণী, যন্ত্রপাতির মূল্যায়ন, বিমা সংক্রান্ত নথি এবং সরবরাহকারীদের তালিকা থাকার দাবি করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ওয়ার্ল্ড লিকসের ওয়েবসাইটে মোট ৮ লক্ষ ৫৮ হাজার রিলায়েন্স-সংক্রান্ত ফাইলের মধ্যে এই ১৯ হাজার নথিকেই সবচেয়ে সংবেদনশীল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার কুডানকুলমের তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিটের অবকাঠামো নির্মাণের চুক্তি পায়। বর্তমানে নির্মীয়মাণ এই দুটি ইউনিট ২০২৭ সালের মধ্যে চালু হওয়ার কথা এবং সেগুলি থেকে মোট ২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পারমাণবিক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা নিউক্লিয়ার থ্রেট ইনিশিয়েটিভ-এর সিনিয়র ডিরেক্টর নিকোলাস রথ রয়টার্সকে বলেছেন, যদি এই তথ্য সত্যিই ফাঁস হয়ে থাকে, তাহলে তা কেন্দ্রটির নিরাপত্তার জন্য 'গুরুতর ঝুঁকি' তৈরি করতে পারে। তাঁর মতে, এই ধরনের নথি কোনও শত্রুপক্ষকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সহায়ক অবকাঠামো, সরবরাহকারী সংস্থা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার সম্ভাব্য দুর্বলতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দিতে পারে। তবে প্রকাশিত নথিগুলি পারমাণবিক চুল্লির মূল সিস্টেমের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় বলেই মনে হচ্ছে। ওই মূল রিঅ্যাক্টর ব্যবস্থা রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা রোসাটম সরবরাহ করেছে। কিন্তু নথির মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিটের বায়ুচলাচল ও শীতলীকরণ ব্যবস্থার কথিত নকশা, একটি 'কমন কন্ট্রোল রুম'-এর পূর্ণাঙ্গ ফ্লোর প্ল্যান, অনুমোদিত সরবরাহকারীদের তালিকা এবং ২০২৪ সালের একটি যৌথ পরিদর্শনের রেকর্ড থাকার দাবি করা হয়েছে। এছাড়া একটি নথিতে দাবি করা হয়েছে, কুডানকুলমের তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিটে সন্ত্রাসবাদী হামলা হলে রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন ১১ কোটি ২০ লক্ষ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বীমা দাবি করতে পারবে। ওয়ার্ল্ড লিকস অতীতে নাইকি ও টাটা গোষ্ঠীর মতো বড় সংস্থাকেও নিশানা করেছিল। সংস্থাটি সাধারণত মুক্তিপণ না পেলে চুরি করা কর্পোরেট তথ্য ডার্ক ওয়েবে প্রকাশ করে। চলতি বছরের জুন মাসে টাটা গোষ্ঠীর কাছ থেকে ১৫ লক্ষ মার্কিন ডলার মুক্তিপণ দাবি করার কথা তারা রয়টার্সকে জানিয়েছিল। সেই তথ্যে অ্যাপল ও টেসলার গোপন নকশাও ছিল বলে দাবি করেছিল তারা। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ভারতের কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম । রয়টার্সের একটি সূত্র জানিয়েছে, নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া রিলায়েন্সের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছে। যদিও এনপিসিআইএলের চেয়ারম্যান রাজেশ বীরা রাঘবন, ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এবং প্রধানমন্ত্রীর দফতর এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

অন্যদিকে ইয়োটা জানিয়েছে, গত ২৯ মে তারা রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারের একটি সার্ভারে সন্দেহজনক কার্যকলাপ শনাক্ত করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাদের দাবি, সম্ভাব্য র্যানসমওয়্যার হামলা প্রতিহত করা হয়েছিল। তবে জুন মাসের শেষে রিলায়েন্স তাদের জানায় যে বাইরের হুমকিদাতারা তথ্য ফাঁসের দাবি করছে। ইয়োটা জানিয়েছে, তারা এখনও সেই দাবির সত্যতা যাচাই করতে পারেনি, তবে প্রযুক্তিগত তদন্তের রিপোর্ট রিলায়েন্স কে দিয়েছে এবং চলমান তদন্তে সহযোগিতা করছে। ভারতে সাইবার হামলার বাড়তে থাকা ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে ঘটনাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা সার্ফশার্কের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর তথ্য ফাঁসের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অ্যাকাউন্টের সংখ্যার নিরিখে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের পরেই তৃতীয় স্থানে ছিল ভারত।

# ভারতে নতুন করে বাড়ছে কোভিড সংক্রমণ

## আতঙ্ক নয়, সতর্কতার বার্তা দিচ্ছেন চিকিৎসকরা

**নয়াদিল্লি :** ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ সংক্রমণের সংখ্যা নতুন করে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই কয়েক বছর আগের সেই ভয়াবহ দিনগুলোর স্মৃতি সাধারণ মানুষের মনে ফিরে এসেছে। অন্ধ্রপ্রদেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে কয়েকজনের মৃত্যু এবং কয়েকটি শহরে নতুন করে সংক্রমণ বাড়ায় আবারও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি মহামারীর সেই চরম সংকটের দিনগুলোর চেয়ে অনেকটাই আলাদা। এখন পর্যন্ত এই সংক্রমণ বৃদ্ধি নির্দিষ্ট কিছু এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েনি।

অন্ধ্রপ্রদেশে অল্প সংখ্যায় সংক্রমণ ও মৃত্যুর খবর আসায় রাজ্য সরকার নজরদারি, পরীক্ষা এবং হাসপাতালের প্রস্তুতি জোরদার করেছে। অন্যান্য কয়েকটি শহর ও রাজ্যেও একই ধরনের বৃদ্ধি দেখা গেলেও আগের ঢেউগুলোর মতো এবার হাসপাতালে রোগীর উপচে পড়া ভিড় বা তীব্র সংকট দেখা যাচ্ছে না। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখলেও গুরুতর অসুস্থতার হার এখনও বেশ কম। ২০২০ বা ২০২১ সালের সঙ্গে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল, কোভিডের জন্য দায়ী সার্স-কোভ-২ ভাইরাসটি এখন আর চিকিৎসকদের কাছে কোনো অজানা জীবাণু নয়। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এটি এখন একটি এন্ডেমিক বা নির্দিষ্ট অঞ্চলে নিয়মিত দেখা যাওয়া শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণে পরিণত হয়েছে। এর অর্থ হল, ভাইরাসটি আমাদের চারপাশেই থাকবে এবং অন্যান্য সাধারণ ফ্লু ভাইরাসের মতো বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এর প্রকোপ কিছুটা বাড়তে পারে। আবহাওয়ার পরিবর্তন, ভ্রমণ বৃদ্ধি, উৎসব-অনুষ্ঠান, সামাজিক জমায়েত কিংবা ভাইরাসের নতুন কোনো রূপ (ভেরিয়েন্ট) সামনে আসার কারণে সাময়িকভাবে সংক্রমণ বাড়তে পারে। তবে এমন ওঠানামা মানেই যে নতুন কোনও বড় ঢেউয়ের শুরু, তা ভাবার কারণ নেই।

তাছাড়া, কোভিডের লক্ষণগুলো এখন অন্যান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের মতোই। তাই শ্বাসকষ্ট বা সর্দি-কাশির রোগীদের আলাদাভাবে কোভিডের পরীক্ষা করা হলে আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা বেশি মনে হতেই পারে। ভুবনেশ্বরের মণিপাল হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ড. প্রদীপনারায়ণ সাহু জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিকে 'সতর্কতা, আতঙ্ক নয়'—এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা উচিত। জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বড় কোনো প্রাদুর্ভাবের সংকেত না দিয়ে বরং নজরদারি ও প্রস্তুতি বাড়ানোর দিকেই জোর দিয়েছেন। গুরুগ্রামের পারস হেলথের মেডিসিন বিভাগের প্রধান ড. আর আর দত্ত একই মত পোষণ করে বলেছেন,

এটি কোনো নতুন বড় ঢেউয়ের শুরু নয়, বরং ভাইরাস যে এখনো আমাদের মধ্যে মৃদু আকারে রয়ে গেছে এবং মাঝে মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, এটি তারই প্রমাণ। আরেকটি স্বস্তির বিষয় হল, বর্তমানে আক্রান্তদের অধিকাংশেরই উপসর্গ অত্যন্ত মৃদু। জ্বর, গলাব্যথা, কাশি, ক্লান্তি, নাক দিয়ে জল পড়া এবং গায়ে ব্যথার মতো সাধারণ লক্ষণগুলোই দেখা যাচ্ছে, যা অন্যান্য ঋতুভিত্তিক ভাইরাল জ্বরের মতোই। তবে এর মানে এই নয় যে কোভিড-১৯ সম্পূর্ণ ক্ষতিকর নয়। আসলে দেশের একটা বড় অংশের মানুষের শরীরে এখন টিকাকরণ কিংবা আগের সংক্রমণের কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। সুরক্ষার এই স্তরের ফলেই সুস্থ মানুষদের ক্ষেত্রে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমে গেছে। সংক্রমণ মৃদু হলেও কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষের জন্য এখনো গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকি রয়ে গেছে। বয়স্ক মানুষ, গর্ভবতী মহিলা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ বা ফুসফুসের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাদের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, পরিবারের কোনো সদস্যের সর্দি-কাশির উপসর্গ দেখা দিলে তাদের উচিত বয়স্ক বা অসুস্থ আত্মীয়দের থেকে দূরে থাকা। ভিড়ের মধ্যে মাস্ক পরা, হাত ধোয়ার অভ্যাস বজায় রাখা এবং শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। চিকিৎসকরা আরও বলছেন, শ্বাসকষ্ট, টানা তীব্র জ্বর বা বুকে ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দিলে বিষয়টিকে অবহেলা না করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। পাশাপাশি টিকাকরণের ভূমিকাও এখনো গুরুত্বপূর্ণ। টিকা হয়তো সব ধরনের সংক্রমণ আটকাতে পারবে না, তবে তা হাসপাতালে ভরতি হওয়া বা গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকি অনেকটাই কমায়। যারা বুস্টার ডোজ নেওয়ার যোগ্য, বিশেষ করে যারা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণিতে পড়েন, তাদের চিকিৎসকের সাথে কথা বলে নেওয়া উচিত। তবে এই মুহূর্তে আগের মতো কঠোর বিধিনিষেধ বা লকডাউনের কোনো প্রয়োজন নেই বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা ভারতকে ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক—উভয় স্তরেই অনেক বেশি প্রস্তুত করে তুলেছে। মানুষ এখন সচেতন, উপসর্গ দেখলেই তারা বোঝেন কখন চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য তৈরি। চিকিৎসকদের মূল বার্তা একটাই : সচেতন থাকুন, লক্ষণের দিকে নজর রাখুন এবং প্রয়োজনে সাধারণ সতর্কতা মেনে চলুন। আতঙ্কিত হয়ে কোনো লাভ নেই, তবে সতর্কতা বজায় রাখা সবসময়ই প্রাসঙ্গিক।

ঘুরে আসুন পাঞ্চেত। এই ঐতিহাসিক স্থানে বর্ষায় মেঘেরা এসে পাহাড়ের গা ছুঁয়ে যায়। পাহাড়ের পাশাপাশি সবুজ জঙ্গল আর শতাব্দীপ্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ— সব মিলিয়ে এক রূপকথার পরিবেশ

# ঘুরে আসুন আলেপ্পি

পর্যটন শহর আলেপ্পি। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। চারদিকে সমুদ্র আর হ্রদের ছড়াছড়ি। জায়গাটা অত্যাধুনিক, অথচ সাবেকি সাজে সজ্জিত। আছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান। বর্ষার মরশুমে সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

আলেপ্পি সমুদ্র সৈকত

ভেম্বানাদ লেক

কেরলমের বিখ্যাত পর্যটন শহর আলেপ্পি। আলাপুঝাও বলা হয়। অপূর্ব সুন্দর শহরটি ব্রিটিশ আমল থেকেই অত্যাধুনিক, অথচ সাবেকি সাজে সজ্জিত। সচেতন নাগরিকদের কল্যাণে শহরের যৌবন এবং সৌন্দর্য আজও অটুট। চারদিকে সমুদ্র আর হ্রদের ছড়াছড়ি। এখানকার নদীর জল অবিশ্বাস্য রকমের স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্ন। প্রতিটি নদী, হ্রদ, সমুদ্র একে অপরের সঙ্গে কখনও প্রাকৃতিক উপায়ে, কখনও আবার কৃত্রিম উপায়ে সংযুক্ত। শহরে যে সমস্ত স্থাপত্য-ভাস্কর্য বা ভবনগুলি রয়েছে সেগুলিও সুসজ্জিত। রাস্তাঘাটগুলো পরিষ্কার, ঝকঝকে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আলেপ্পি ব্যাকওয়াটার অঞ্চলের প্রধান বন্দর ছিল। কেরলম ভ্রমণে আসা বহু পর্যটকের কাছে এটা রাজ্যের অভ্যন্তরীণ জলপথের চিরায়ত প্রবেশদ্বার হিসেবে আজও পরিচিত।

মান্নারাসালা মন্দির

সেন্ট মেরিস ফোরান চার্চ

অভ্যন্তরীণ জলপথ থেকে খাল ও রেললাইনের এক জালের মাধ্যমে মশলা, কফি, চা, কাজু এবং অন্যান্য কৃষিপণ্য সমুদ্রে পাঠানো হত। একুশ শতকের গোড়ার দিকে এম্পায়ার ভাইস রয় আল্লেপি ভ্রমণে এসেছিলেন। সেই সময়ে কেরলমের প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল অসাধারণ। ভাইসরয় মনে করেন এটাই এই দেশের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন এবং বিশুদ্ধ জায়গা। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য আদর্শ। শহরের দৃশ্যপটের সঙ্গে ইতালির ভেনিস শহরের অনেকখানি সাদৃশ্য খুঁজে পান এবং সেই সময়ই আলেপ্পিকে ভেনিস অফ দ্য ইস্ট বা প্রাচ্যের ভেনিস হিসেবে অভিহিত করেন।

শহরটি মনোরম ব্যাকওয়াটার, হাউসবোট এবং খালের জালের জন্য পরিচিত। এখানকার প্রধান আকর্ষণ হল হাউসবোট ও শিকারা ভ্রমণ এবং বিখ্যাত স্নেক বোট রেস। সেরা অভিজ্ঞতা হতে পারে কায়াকিং। কায়াকিং-এর আগে প্রশিক্ষিত গাইড দ্বারা একটি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এখানে কায়াকিং করে আশপাশের গ্রাম এবং খালগুলি অনায়াসেই দেখা যায়। সাধারণত যেসব জায়গায় হাউস বোট যেতে পারে না, সেখানে কায়াকিং করে যাওয়া যায়।

বর্তমান সময়ে বহু পর্যটক ভিড় জমান। বর্ষার মরশুমে সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। আল্লেপি শহরে এবং আশেপাশে আছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান। অবশ্যই দেখবেন আলেপ্পি সৈকত। আরব সাগর তীরবর্তী জায়গাটা এককথায় অসাধারণ। এখানে একটা ঐতিহাসিক বাতিঘর রয়েছে। ঢেউ গুনতে গুনতে আপনমনে সময় কাটানো যায়। কপাল ভালো থাকলে ডলফিনেরও দর্শন পেতে পারেন।

আল্লেপি শহর থেকে ১১ কিলোমিটার অদূরে ইরান মারারি বিচ। এখানে অনেকগুলি আয়ুর্বেদিক কেন্দ্র এবং বিচ রিসর্ট রয়েছে। এই বিচ থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখতে দারুণ লাগে।

ঘুরে দেখবেন ভেম্বানাদ লেক। প্রায় ২০৩৩.০২ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল বিস্তৃত লেকটি লুপ্তপ্রায় সামুদ্রিক জীব, পাখিদের প্রধান বাসস্থান হিসাবে পরিচিত।

একটি দেখার মতো বুদ্ধমূর্তি হল কারুমাদিকুত্তন। নবম শতকে কালো গ্রানাইট পাথর দিয়ে তৈরি। দুর্ভাগ্যবশত, প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্তির বাঁদিকের অংশটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অনেকেই ঘুরে দেখেন মান্নারাসালা মন্দির। নাগরাজ এই হিন্দু মন্দিরের প্রধান দেবতা। মন্দিরের শিল্পকলা দেখার মতো। অবশ্যই ঘুরে দেখবেন সেন্ট মেরিস ফোরান চার্চ। ১৮৭০ সালে নির্মিত এই চার্চটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

আলেপ্পি গেলে হাউস বোটে থাকতেই হবে। না হলে বঞ্চিত হবেন অসাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে। কাশ্মীরের হাউস বোটের সঙ্গে আলেপ্পির হাউজ বোটের খুব একটা পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু পরিবেশে এবং আবহাওয়ার। বিভিন্ন বাজেটের হাউস বোট পেয়ে যাবেন। আধুনিক হাউস বোর্ডগুলিতে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর, অত্যাধুনিক শৌচাগার, বারান্দা-সহ সমস্ত ধরনের সুযোগ-সুবিধাই রয়েছে। জলে ভেসে থাকতে থাকতে নদীর ধারের সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখার আনন্দই আলাদা। সঙ্গে দক্ষিণের ফিল্টার কফি এবং স্ন্যাকস। রাতের বেলায় হাউস বোটে থাকতে দারুণ লাগে। কোলাহলে পূর্ণ শহর থেকে একটু দূরে জলাশয়ের উপরে ভেসে থাকা এই হাউস বোটে শান্তিতে সময় কাটবে। বিলাসবহুল নৌকাগুলিতে রান্না-করা সুস্বাদু খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও নৌকার মাঝি, গাইড এবং রাঁধুনি সবসময়ই হাউস বোটে উপস্থিত থাকেন।

কেরলমের খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু। ইডলি, আপ্পম ছাড়াও পুট্টু, কোফি কারি, আদা প্রধামন, সেমিয়া পায়সম, সামুদ্রিক নানা খাবার এখানকার বিশেষত্ব। নারকেল বা ডাব খেতে ভুলবেন না। আলেপ্পির বিভিন্ন রিসর্টে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানকার আয়ুর্বেদিক রিসর্টের মনোরম পরিবেশে যোগাসন, আয়ুর্বেদ মাসাজ এবং অন্যান্য চিকিৎসা করা হয়। সবমিলিয়ে আলেপ্পি ভ্রমণ মনের মধ্যে অফুরান আনন্দের জন্ম দেবে।

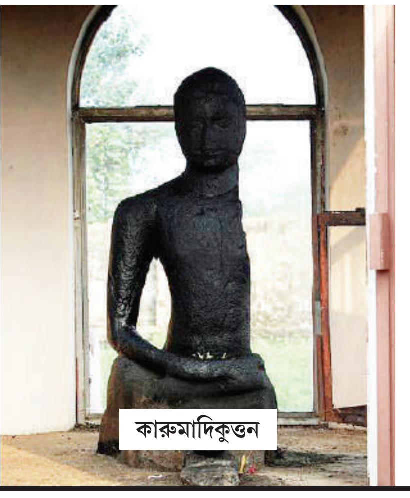

কারুমাদিকুত্তন

## কীভাবে যাবেন?

যাওয়া যায় ট্রেনে। দেশের প্রধান শহরগুলোর সঙ্গে রেলপথে আলেপ্পি সংযুক্ত। আকাশপথেও যেতে পারেন। আলেপ্পিতে কোনও বাণিজ্যিক বিমানবন্দর নেই। এখানকার কাছের এবং প্রধান বিমানবন্দরটি হল কোচিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। আলেপ্পি থেকে প্রায় ৭৫–৮৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত।

## কোথায় থাকবেন?

আলেপ্পিতে আছে বেশকিছু হোটেল এবং রিসর্ট। থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। খরচ মোটামুটি নাগালের মধ্যে। আগে থেকে বুকিং করে গেলেই ভালো। তা হলে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।

# মাঠে ময়দানে

16 July, 2026 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## ছবিতে বিশ্বকাপ

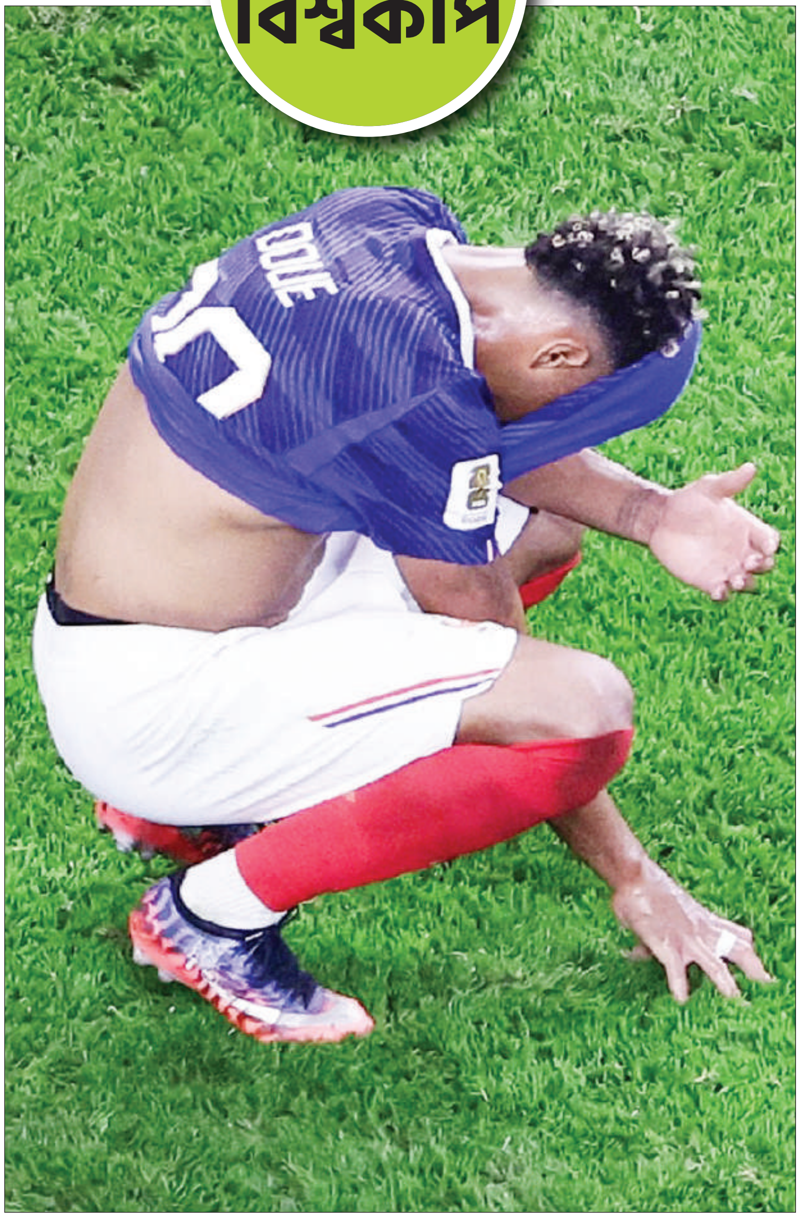

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাপান ওপেন ব্যাডমিন্টনের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন লক্ষ্য সেন

# মাঠে ময়দানে



## ৩ ফরম্যাটে নিয়ম বদল আইসিসির

**এডিনবরা, ১৫ জুলাই :** ওয়ান ডে এবং টি-২০ বিশ্বকাপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন করতে চলেছে আইসিসি। একই সঙ্গে বদলাচ্ছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়মও! আগামী বছরের একদিনের বিশ্বকাপেই চালু হতে পারে নতুন নিয়ম। মোট ১৪টি দেশ অংশগ্রহণ করবে। নতুন প্রস্তাবে সেমিফাইনালের আগে তিনটি পর্যায় থাকবে। ১৪টি দলের মধ্যে ক্রমতালিকায় সবচেয়ে নিচে থাকা তিনটি দলকে নিয়ে লিগ পদ্ধতিতে হবে সুপার সিরিজ। তিনটি দলের মধ্যে যারা এক নম্বরে শেষ করবে, তারা উঠবে দ্বিতীয় রাউন্ডে। সেখানে খেলবে ১২টি দল। দলগুলিকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করে রাউন্ড রবিন লিগ করে খেলা হবে।

International Cricket Council

এখান থেকে দু'টি গ্রুপের সেরা তিনটি দল এবং দু'গ্রুপ মিলিয়ে আর একটি সেরা দল পৌঁছে যাবে তৃতীয় রাউন্ডে। তৃতীয় রাউন্ডে ওঠা সাতটি দলকে নিয়ে আবার রাউন্ড রবিন লিগ ফরম্যাটে খেলা হবে। তার পর প্রথম চারটি দল সেমিফাইনালে উঠবে। ২০২৮ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ হবে নতুন নিয়মে। মোট ২০টি দল খেলবে। প্রথম রাউন্ডে চারটি করে দল নিয়ে পাঁচটি গ্রুপ করা হবে। প্রতি গ্রুপের প্রথম দু'দল 'সুপার টেন' পর্বে উঠবে। এই পর্বে আবার পাঁচটি করে দল নিয়ে দু'টি গ্রুপ হবে। প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে। শেষ চারের বাকি দু'টি দল ঠিক হবে এলিমিনেটরের মাধ্যমে। একটি গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা দলকে খেলতে হবে অন্য গ্রুপের তৃতীয় দলের সঙ্গে। সেই ম্যাচ যারা জিতবে তারা শেষ চারে জায়গা করে নেবে। এদিকে, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এখন হয় ৯টি দলকে নিয়ে। দলের সংখ্যা বাড়িয়ে ১২ করা হতে পারে। আফগানিস্তান, আয়ারল্যান্ড ও জিম্বাবোয়েকে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। সরাসরি ফাইনালের পরিবর্তে সেমিফাইনাল করার কথা ভাবছেন আইসিসি কর্তারা।

# আজ ভারতের কাঁটা চোট ও রো-কো'র ফর্ম

এজবাস্টনে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ছেন শুভমন।

**কার্ডিফ, ১৫ জুলাই :** টি-২০ সিরিজের ব্যর্থতা কাটিয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। তবে সেই জয়ের রেশ পুরোপুরি কাটার আগেই ফের মাঠে নেমে পড়তে হচ্ছে ভারতীয় দলকে। বৃহস্পতিবার কার্ডিফে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। জিতলেই ২-০ ফলে এগিয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ পকেটে পুরে ফেলবেন শুভমন গিলরা।

কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচের আগে ভারতীয় শিবিরের কাঁটা অধিনায়ক শুভমনের চোট এবং রো-কো'র ফর্ম! এজবাস্টনে ভারতের জয়ের মূল কারিগর ছিলেন শুভমন। কিন্তু ৭৫ বলে ৮০ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলে মাঠ ছাড়েন দলের উদ্বেগ বাড়িয়ে। ভারতীয় ইনিংসের ২৬তম ওভারে চোট পেয়ে সাজঘরে ফিরে যান ভারত অধিনায়ক। ডান পায়ের থাইয়ের পেশিতে টান ধরেছিল তাঁর। ভারতীয় দলের ফিজিও মাঠে গিয়ে শুশ্রূষা করলেও লাভ হয়নি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়েন।

অন্যদিকে, ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন নিয়ে একদিনের ফরম্যাটে খেলে চলেছেন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি। তবে ভারতের দুই প্রাক্তন অধিনায়ক নিজেদের অজান্তেই সম্ভবত বিশ্বকাপ খেলার পথ কঠিন করে ফেলছেন। ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম ম্যাচে দু'জনেই ব্যর্থ। রোহিত ১১ ও বিরাট ৫ রান করে আউট হন। দুই মহাতারকার ব্যাট থেকে কার্ডিফে বড় রানের আশায় রয়েছে দল।

তবে এজবাস্টনে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও অক্ষর প্যাটেল। দু'জনেই হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দলকে জয় উপহার দেন। অক্ষর বল হাতেও ৪ উইকেট নিয়েছেন। প্রায় বছর তিনেক পর একদিনের ক্রিকেটে ফিরে ভাল বল করেছেন জসপ্রীত বুমরাও। যদিও চিন্তা বাড়িয়েছেন গুরনুর ব্রার। জোড়া উইকেট পাওয়া গুরনুর নিজের শেষ ওভারে বল করতে এসে পায়ে চোট পেলেন। আর একটিও বল করতে পারেননি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়েন। ভারতীয় শিবিরের খবর, শুভমন ও গুরনুরের কার্ডিফে খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

হ্যাটট্রিকের পর বিষ্ণুকে অভিনন্দন সতীর্থদের। বুধবার লিগের ম্যাচে।

# বিষ্ণুর হ্যাটট্রিকে উজ্জ্বল ইস্টবেঙ্গল

**প্রতিবেদন:** কলকাতা লিগে টানা দ্বিতীয় জয় গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের। প্রথম ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফকে তিন গোলে হারানোর পর বুধবার ময়দানে ঘরের মাঠে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করল মশালবাহিনী। হ্যাটট্রিক করে লাল-হলুদের জয়ের নায়ক পিভি বিষ্ণু। একটি গোল জেসিন টিকের। অপর গোলটি বিজয় মুর্মুর আত্মঘাতী। দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল।

ইস্টবেঙ্গলের ভরসা দুই পুরনো মুখ বিষ্ণু ও জেসিনের জুটি। শুরু থেকে আক্রমণে ঝড় তুলে ১০ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় লাল-হলুদ ব্রিগেড। গোল করেন বিষ্ণু। ইস্টবেঙ্গলের উৎসব অবশ্য স্থায়ী হয়নি। মিনিট চারেক পরই সুমিত মজুমদারের গোলে সমতা ফেরায় বিধাননগর অ্যাকাডেমি। তবে সেই বিষ্ণুর হাত ধরেই ম্যাচে ফেরে ইস্টবেঙ্গল। ২৬ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে চোখধাঁধানো একটি গোল করে ব্যবধান বাড়ান কেরলের তরুণ। এরপর মশাল-ঝড়ে প্রতিপক্ষ ডিফেন্স তখন দিশাহারা। বিজয়ের আত্মঘাতী গোলের ঠিক মিনিটখানেক পর নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন বিষ্ণু। ৪-১ এগিয়ে বিরতিতে যায় ইস্টবেঙ্গল।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে বিধাননগর। ৫৫ মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করে তারা। তবে মাঝমাঠের দখল নিয়ে আধিপত্য নিয়েই খেলেন বিনো জর্জের ছেলেরা। একের পর এক আক্রমণ তুলে এনেও কিছুতেই পঞ্চম গোল আসছিল না। শেষ পর্যন্ত ৮১ মিনিটে লকগেট ভাঙেন জেসিন। ৫-১ জিতেই মাঠ ছাড়ে ইস্টবেঙ্গল।

# স্কালোনির পরামর্শে উপকৃত জিকসনরা

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

৬ অগাস্ট, ২০১৮— আট বছর আগের সেই মুহূর্ত এখনও চোখে ভাসে জিকসন সিং, অমরজিৎ সিং কিয়ামদের। সেদিন স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় কোটিফ কাপে লিয়োনেল স্কালোনির অনূর্ধ্ব ২০ আর্জেন্টিনা দলকে ২-১ গোলে হারিয়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছিল যুব ভারত। ফ্রি-কিক থেকে দুরন্ত জয়সূচক গোল করেছিলেন আনোয়ার আলি। ম্যাচের দু'দিন পর ভারতীয় শিবিরে এসে আনোয়ার, জিকসন সিং, অমরজিৎ সিং কিয়ামদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্কালোনি ও আর্জেন্টিনা যুব দলের তৎকালীন টিডি পাবলো আইমার। দু'জনের জুটি পরে আর্জেন্টিনার সিনিয়র দলের দায়িত্ব নেয়।

অমরজিৎ, জিকসনের নাম করে প্রশংসা করেছিলেন স্কালোনি। ভবিষ্যতে ভারতের সিনিয়র জাতীয় দলের বিরুদ্ধে খেলার আশায় ছিলেন বর্তমানে লিয়োনেল মেসিদের হেড স্যার। কিন্তু বিক্ষিপ্ত সাফল্য এলেও ভারতীয় ফুটবল সেই তিমিরেই। বদলায়নি কিছুই। ফেডারেশনের পরিকল্পনার অভাবে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল-সহ লাতিন বা ইউরোপের নামি দলগুলির বিরুদ্ধে ভারতীয়রা নিয়মিত খেলার সুযোগ পায় না।

ভারতীয় যুব দলের সঙ্গে স্কালোনি। ফাইল ছবি

কোটিফ কাপের স্মরণীয় মুহূর্তের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন অমরজিৎ। তাঁর কথায়, ভারতীয় শিবিরে এসে স্কালোনি স্যার বলেছিলেন, তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অমরজিৎ আমাদের বিরুদ্ধে খুব ভাল খেলেছে। মুরসিয়ার বিরুদ্ধে জিকসন সিংয়ের খেলা ভাল লেগেছে। ট্রেনিংয়ে তোমরা পরিশ্রম করে যাও। আমরা খুশি হব যদি অদূর ভবিষ্যতে ভারতের সিনিয়র জাতীয় দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে পারি। সেটা ভারতে বা আর্জেন্টিনায় হলে খুব ভাল হয়।

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ম্যাচটা খেলেননি জিকসন। অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপে ভারতের একমাত্র গোলদাতা বলছিলেন, টুর্নামেন্টে আমার প্রথম ম্যাচের খেলা স্কালোনি স্যারের ভাল লেগেছিল। আমাদের মাঠে সবসময় পজিটিভ থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। জিকসন-অমরজিতরা চান, এবারও স্কালোনির কোচিংয়ে মেসিরাই বিশ্বকাপ জিতুন। দু'জনেই মনে করেন, আর্জেন্টিনার কাপ ধরে রাখার সম্ভাবনা বেশি।

## মেহতাব বনাম মোহনবাগান

**প্রতিবেদন:** প্রথমার নিজের পুরনো দল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ডাগ আউটে বসবেন মেহতাব হোসেন। তা-ও আবার মোহনবাগান মাঠে। দুই প্রধানের প্রাক্তন তারকা চলতি মরশুমে কলকাতা লিগে খিদিরপুরের হেড কোচ। এবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে বড় পরীক্ষায় মেহতাবের দল। মেহতাব বলছেন, মোহনবাগান বড় দল। প্রথম ম্যাচে চার গোলে জিতেছে। আমাদের ছেলেদের কাছে নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ। মোহনবাগান কোচ বাস্তব রায়ের লক্ষ্য, আগে সুপার সিক্স নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্যে এক একটা ম্যাচ ধরে এগোতে চান তিনি।

২০২৮ কোপা আমেরিকা জিততেই হবে, কোচ কার্লো আনচেলোত্তিকে শর্ত ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের

# দেখিয়ে দিলাম আমরাই সেরা

## ফুয়েন্তের পাখির চোখ এবার কাপ

ডালাস, ১৫ জুলাই : ১৬ বছর পর ফের বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেন। শেষবার ২০১০ সালে প্রথম বিশ্বসেরা হওয়ার স্বাদ পেয়েছিলেন স্প্যানিশ। ফ্রান্সকে হারানোর পর স্পেন কোচ দে লা ফুয়েন্তে সাফ জানালেন, তিনি সেই বিশ্বজয়ের স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে চান।

স্প্যানিশ কোচের স্ট্র্যাটেজির বন্দনায় মুখর ফুটবল দুনিয়া। তারকাখচিত ফরাসি আক্রমণকে কীভাবে নির্বিষ করতে হয়, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন ফুয়েন্তে। তাঁর কোচিংয়ে টানা ৩৭ ম্যাচ অপরাজিত থেকে স্পেন ছুঁয়ে ফেলেছে ইতালির রেকর্ড। শুধু তাই নয়, প্রথম ইউরোপীয় দল হিসাবে ইউরো কাপ এবং বিশ্বকাপ মিলিয়ে টানা আটটি নকআউট ম্যাচ জিতেছেন লামিনে ইয়ামালরা।

ফুয়েন্তে বলছেন, সেমিফাইনালের আগে ফুটবলারদের বলেছিলাম, আমরা বিশ্বের সেরা দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামছি। কিন্তু ওদেরও বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ওরাও বিশ্বের সেরা দলের বিরুদ্ধে খেলছে। ছেলেরা দেখিয়ে দিয়েছে, আমরাই বিশ্বসেরা। স্প্যানিশ কোচের সংযোজন, ফুটবলাররা নিজেদের দায়বদ্ধতা, প্রতিভা এবং একতা দিয়ে কঠিন কাজটা সহজভাবে করেছে। সাজঘরে প্রত্যেককে হাসিখুশি দেখছি। গোটা দেশ আমাদের পাশে আছে। ২০১০-এর সেই মেজাজ ফিরিয়ে আনতে পেরেছি আমরা। যারা ম্যাচে খেলতে পারেনি তারা ম্যাচের পর অনুশীলন করেছে। এতেই দলের চারিত্রিক দৃঢ়তা বোঝা গিয়েছে।

ফুয়েন্তে আরও বলেছেন, অসাধারণ প্রতিভাবান একটা দল হাতে পেয়েছি। এই দলটা প্রতি ম্যাচে আমাকে অবাক করে চলেছে। উন্নতির কোনও সীমা নেই। কিন্তু ভালোবাসা এবং প্রক্রিয়াই সাফল্যে আসল কারণ। বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সবচেয়ে ভাল ফর্মে আছি আমরা। আমি জানি যে এই দলে যারা রয়েছে, শুধু ফুটবলারেরা নয়, বাকি সকলে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পিছনে ধাওয়া করছে। প্রত্যেকের একই রকম আগ্রহ রয়েছে। আমরা খুব সাধারণ মানুষ, যারা ব্যক্তিগত স্বার্থের আগে দলের স্বার্থ নিয়ে ভাবি।

ফাইনালে প্রতিপক্ষ হিসাবে ফুয়েন্তের পছন্দ আর্জেন্টিনা। স্প্যানিশ কোচের বক্তব্য, আমি আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলতে চাই। কারণ লিওনেল স্কালোনি আমার বন্ধু। তবে ইংল্যান্ডও খুব কঠিন প্রতিপক্ষ হবে। এবারই প্রথম ফিফা র‍্যা ঙ্কিংয়ের শীর্ষ চার দল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছে। আমি কখনওই মনে করি না ফাইনাল সহজ হবে। আমাদের প্রতিপক্ষও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবে। তবে আর্জেন্টিনা উঠলে সেটা হবে কেকের উপরে চেরির মতো।

# রেফারির যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন দেশঁর

বিধ্বস্ত এমবাপেকে সান্ত্বনা দেশঁর।

ডালাস, ১৫ জুলাই : বিশ্বকাপে রেফারিং নিয়ে বিতর্ক চলছেই! এবার সেমিফাইনালে স্পেনের কাছে ০-২ গোলে হারের পর, ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁ আবার প্রশ্ন তুলেছেন ম্যাচের রেফারি ইভান বার্টনের যোগ্যতা নিয়ে।

ম্যাচের ২২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে স্পেনকে এগিয়ে দেন মিকেল ওয়ারজাবাল। পেনাল্টি বক্সে লুকাস ডিনের লাথি গিয়ে লাগে লামিনে ইয়ামালের শরীরে। অনিচ্ছাকৃত ফাউল হলেও সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির নির্দেশ দেন এল সালভাদরের রেফারি ইভান বার্টন। এই সিদ্ধান্তকে একেবারেই ভালোভাবে নিচ্ছেন না দেশঁ।

সাংবাদিক বৈঠকে ফরাসি কোচের প্রশ্ন, আমার একটা প্রশ্ন আছে। যেটার উত্তর আমি দেব না। এই রেফারি কি আদৌ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে খেলানোর যোগ্য? হেরে গিয়েছি বলে বলছি না। অনেক সিদ্ধান্ত আমাদের বিপক্ষে গিয়েছে। কোচ হিসাবে আরও একটা বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। দেশঁ বলছেন, অবশ্যই আমরা হতাশ। আমাদের লক্ষ্য অনেক বড় ছিল। কিন্তু আমাদের বাস্তবটা বুঝতে হবে। মেনে নিতে হবে যে, আমরা একেবারেই ভালো খেলতে পারিনি। বিপক্ষ দল পুরো খেলা নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাই এটা পুরোপুরি আমাদের ভুল। আমি অন্য কাউকে দোষ দেব না।

# সমাপ্তি অনুষ্ঠানের নয়া চমক টম ক্রুজ

## ফাইনালে বাড়ছে বিরতির সময়

ডেভিড বেকহ্যামের সঙ্গে টম ক্রুজ।

নিউ জার্সি, ১৫ জুলাই : নিউ ইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে রবিবার বিশ্বকাপের মেগা ফাইনাল। ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ১২টায় শুরু হবে ম্যাচ।

ফিফা আগেই জানিয়েছিল, এই প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনালের হাফ টাইমে আয়োজিত হবে জাঁকজমকপূর্ণ কনসার্ট। অতীতে কোনও বিশ্বকাপের বিরতিতে এমন অনুষ্ঠান দেখেনি ফুটবলবিশ্ব। মঞ্চ মাতাবেন বিশ্বের জনপ্রিয়তম সংগীতশিল্পীরা। ম্যাডোনা থেকে শাকিরা, কে নেই সেই তালিকায়। পপ তারকা জাস্টিন বিবারও পারফর্ম করবেন বিশ্বকাপ ফাইনালে।

পাশাপাশি শোনা যাচ্ছে, জাঁকজমকপূর্ণ হাফটাইম শো-র কারণে ফাইনালের বিরতির সময় বাড়িয়ে আধ ঘণ্টা করা হতে পারে। এর আগে ফিফা জানিয়েছিল, হাফ টাইমের অনুষ্ঠান হবে ১১ মিনিটের।

তবে বড় চমক হল, ম্যাচ শুরুর আগেও একটা সমাপ্তি অনুষ্ঠান বিশ্বকাপে থাকছে। আর তাতে পারফর্ম করবেন একঝাঁক আন্তর্জাতিক স্তরের তারকা। যার মধ্যে রয়েছেন টম ক্রুজ! 'মিশন ইম্পসিবল'-এর তারকাকে বিশেষ ভূমিকায় দেখা যাবে ফাইনালের মঞ্চে। পাশাপাশি সুরের মূর্ছনায় স্টেডিয়াম মাতাবেন ইতালীয় গায়িকা লরা পাউসিনি, পপ তারকা নিকোল শেরজিঙ্গার এবং ব্রিটিশ পপ আইকন রবি উইলিয়ামস। তরুণ প্রজন্মের জন্য সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে থাকছেন জনপ্রিয় মার্কিন ইউটিউবার ও স্ট্রিমার 'আই শো স্পিড'। খেলা শুরুর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত গাইবেন জেনিফার হাডসন।

# ফ্রান্সের রাস্তায় দাঙ্গা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ

প্যারিসের রাজপথে জ্বলছে আগুন। বিশ্বকাপে এমবাপেদের ব্যর্থতার জের।

প্যারিস, ১৫ জুলাই : বিশ্বকাপ থেকে কিলিয়ান এমবাপেরা বিদায় নিতেই গোটা ফ্রান্সে জ্বলল ক্ষোভের আগুন! রেফারির শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসি ফুটবলপ্রেমীদের হতাশা বদলে যায় তুমুল ক্ষোভে। প্যারিস-সহ ফ্রান্সের বেশ কয়েকটি শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যে রাতটা ফাইনালে ওঠার আনন্দে রঙিন হওয়ার কথা ছিল, সেটাই মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায় হতাশা, ক্ষোভ আর অস্থিরতার রাতে। একাধিক শহরে হাজার হাজার ফরাসি সমর্থক রাস্তায় নেমে আসেন। কারও চোখে জল, কারও মুখে ক্ষোভ, আবার অনেকের মধ্যে দেখা যায় চরম হতাশার বিস্ফোরণ।

পরিস্থিতি সামাল দিতে রাস্তায় নামে পুলিশ। যদিও রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কোথাও পুলিশের সঙ্গে সমর্থকদের ধস্তাধস্তি, কোথাও ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা, আবার কোথাও আগুন জ্বলছে রাস্তায়। সাইরেনের শব্দ, চিৎকার আর বিশৃঙ্খলায় কয়েকটি এলাকার পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায়। আতঙ্কে ছুটোছুটি করতে দেখা যায় সাধারণ মানুষকেও।

এদিকে, স্পেনের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে এমবাপেদের হতাশাজনক পারফরম্যান্সে বিরক্ত প্রাক্তন ফরাসি তারকা প্যাট্রিক ভিয়েরাও। তিনি বলেছেন, আমি খেলা দেখে চূড়ান্ত হতাশ। এই দলটাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এদের বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার যোগ্যতাই নেই! ম্যাচে হেরে আমি হতাশ। কিন্তু তারথেকেও বেশি বিরক্ত আমাদের ফুটবলারদের পারফরম্যান্সে। স্পেনকে পেনাল্টি উপহার দেওয়া ফরাসি ডিফেন্ডার লুকাস ডিগনের সমালোচনা করে ভিয়েরা আরও বলেন, ডিগনের আরও ভাল খেলা উচিত ছিল। পেনাল্টির সময় ওর আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল।

লক্ষ্যপূরণ এখনও হয়নি, আমাদের শান্ত থাকতে হবে। বলছেন স্প্যানিশ অধিনায়ক রদ্রি

# স্পেনের মাস্টারক্লাস, বিধ্বস্ত ফ্রান্স

পেনাল্টি থেকে স্পেনের প্রথম গোলের পর ওয়ারজাবালের উচ্ছ্বাস।

স্পেন ২ ফ্রান্স ০

**ডালাস, ১৫ জুলাই :** পর্তুগালের কাছে গত বছর উয়েফা নেশনস লিগের ফাইনাল হারের পর স্পেন সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছিল, তাদের লক্ষ্য, ১৯ জুলাই, ২০২৬। পেদ্রি সেদিন ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন, 'এটাই বিশ্বকাপ ফাইনালের তারিখ' এবং পেদ্রির সেই পোস্ট রিপোস্ট করেন লামিনে ইয়ামাল। রদ্রি, ইয়ামালরা তাঁদের প্রতিশ্রুতিই শুধু রাখেননি, বরং ফ্রান্সের মতো বিশ্বসেরা দলকে কার্যত ফুটবলের শিক্ষা দিয়ে বিশ্বকাপ থেকে ছুটি করে দিলেন। আর ইউরোপ চ্যাম্পিয়নরা ১৬ বছর পর পৌঁছে গেলেন বিশ্বকাপের ফাইনালে। ইউরো কাপ এবং নেশনস লিগ ধরলে তিনটি বড় টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে ফ্রান্সকে হারানোর হ্যাটট্রিক করে ফেলল স্পেন। স্পেনের ফুটবলের অন্যতম সেরা জয়।

স্পেন বনাম ফ্রান্স সেমিফাইনাল ম্যাচ ফুটবল শিক্ষারই একটা ক্লাস ছিল। কীভাবে প্রতিপক্ষের বিশ্বসেরা আক্রমণভাগকে নিষ্ক্রিয় করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখতে হয়, হাইপ্রেসিং ফুটবলের সংজ্ঞা কী হতে পারে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে স্পেন। স্প্যানিশ তিকিতাকা আরও গতিময়, আরও নিখুঁত পরিকল্পনায় জয় ছিনিয়ে আনার রণকৌশল! কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে ডাগ আউটের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন তাঁর নিখুঁত কৌশলে কীভাবে হাঁসফাঁস করল ফরাসিরা। ফুয়েন্তের নির্দেশ ছিল, বল ছেড়ো না, ছোট পাসে মাঝমাঠ দখলে রাখো। বিপক্ষের ফরোয়ার্ড লাইনকে অ্যাটাকিং থার্ডেই আটকে রাখো। যার পাল্টা কোনও অ্যান্টিডোট ছিল না দিদিয়ের দেশঁর।

রদ্রি দেখালেন প্লে-মেকিং, বল পজেশন, কভারিং, ডিস্ট্রিবিউশনে কেন তিনি মাঝমাঠের 'সাইলেন্ট কিলার'। ফাবিয়ান রুইজকে পাশে নিয়ে মাঠের একটা বড় অংশ একাই দখল করে ফ্রান্সের মাঝমাঠকে হাওয়া করে দিলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির তারকা। রদ্রি ও জোড়া স্প্যানিশ সেন্টার ব্যাক লাপোর্তে এবং কুবার্সির পাশে দুই সাইড ব্যাক কুকুরেয়া ও পেদ্রো পোরো ছিলেন দুরন্ত। ডান প্রান্তে ইয়ামালের ঝলকানিতে সম্মোহিত ফরাসি রক্ষণ। এমবাপে, ডেম্বেলেদের খুঁজেই পাওয়া গেল না।

২২ মিনিটে স্পেনের পেনাল্টি থেকে প্রথম গোলটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রাক্তন ফরাসি তারকা প্যাট্রিক ভিয়েরা বলছেন, ওটা পেনাল্টি ছিল না। ইচ্ছাকৃত আঘাত নয়। ইয়ামালের হাতে বল লাগার বিষয়টিও কেন দেখা হল না? পোরোর গোলে ২-০ হওয়ার পর ইয়ামালের যে গোল অফসাইডে বাতিল হল, তা নিয়েও অনেক প্রশ্ন। জাভি, ইনিয়েস্তারা বলেছেন, কেন ওটা অফসাইড বুঝলাম না। না হলে ৩-০ স্কোরটা দারুণ হত! ৫৮ মিনিটে পোরোর গোলটি দুরন্ত ওয়ান টাচ ফুটবলের ফসল। ওলমোর সঙ্গে চমৎকার ওয়ান টু খেলে অনবদ্য ফিনিশিং পোরোর।

স্পেন-ঝড়ের মুখে ফ্রান্সের বিপর্যয়ের নেপথ্যে চার প্রধান কারণ উঠে আসছে।

### বোতলবন্দি এমবাপে

দুই স্প্যানিশ স্টপার কুবার্সি ও লাপোর্তের সঙ্গে দুই সাইড ব্যাক কুকুরেয়া ও পোরো নজরবন্দি করে রাখেন ফরাসি তারকাকে। স্পেনের হাইপ্রেসিংয়ের সামনে হাঁসফাঁস করেছেন এমবাপে।

### ব্যর্থ ডেম্বেলে-ওলিসে জুটি

দু'জনের জন্যই ফ্রান্সকে এবার ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। কিন্তু ডেম্বেলে ও ওলিসেকে জায়গা বদল করে খেলার কোনও সুযোগই দেননি স্পেনের দুই সাইড ব্যাক কুকুরেয়া ও পোরো। বল ধরে বক্সে ক্রস বা সেন্টার করার সুযোগও পাননি দুই তারকা।

### মাঝমাঠে রদ্রির দাপট

টুর্নামেন্টে ফ্রান্সকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল তাদের বিখ্যাত চতুর্ভুজ এমবাপে-ডেম্বেলে-ওলিসে-দুয়ের জন্য। কিন্তু রদ্রি একাই মাঝমাঠে ছড়ি ঘোরালেন। তাঁকে সঙ্গত করেন ফাবিয়ান রুইজ। দু'জনের সামনে থাকা ইয়ামাল, ওলমো, বায়েনার আগ্রাসনে নাভিশ্বাস উঠল ফরাসি রক্ষণে।

### সালিবার চোট

ফ্রান্সের রক্ষণই ছিল দুর্বল জায়গা। তার উপর ৩০ মিনিটেই নির্ভরযোগ্য সেন্টার ব্যাক উইলিয়াম সালিবা চোট পেয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় স্পেনের হাইপ্রেসিংয়ের সামনে চাপে পড়ে যায় দেশঁর দল। গোটা ম্যাচে আর সেই চাপ কাটিয়ে উঠতে পারেনি ফ্রান্স।

# ব্যর্থতার দায় স্বীকার এমবাপের

**ডালাস, ১৫ জুলাই :** আরও একবার বিশ্বকাপ মুঠোয় নেওয়ার জন্য মরিয়া ছিলেন। কিন্তু স্পেনের কাছে হেরে সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। আর এই ব্যর্থতায় জন্য নিজেদেরই দোষ দিলেন কিলিয়ান এমবাপে। তাঁর সাফ কথা, শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ স্প্যানিশরা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। সেটাই দুটো দলের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিল।

ম্যাচের পর বিধ্বস্ত এমবাপে বলেন, কৌশলগতই হোক বা সার্বিক পারফরম্যান্স— সবেতেই স্প্যানিশরা টেক্কা দিয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম, বিপক্ষের অর্ধে গিয়ে আক্রমণ করতে। যাতে ওরা খেলার গতি কমিয়ে দিতে না পারে এবং ম্যাচে ছন্দ খুঁজে না পায়। কিন্তু আমরা সেই কাজে পুরোপুরি ব্যর্থ। ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করার বিচারে ওরা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে থেকেছে। আপনি যদি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে সেরকম খেলেন তা হলে কোনও দিন জিততে পারবেন না।

এমবাপে আরও বলেছেন, আমরা মাঝমাঠে তিনের বিরুদ্ধে দুই হিসাবে খেলেছি। স্পেনের বিরুদ্ধে সেটা বিরাট সমস্যার। সব মিলিয়ে যদি দেখি, তা হলে সেখানেই আমরা হেরে গিয়েছি।

> ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করার বিচারে স্পেন আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে থেকেছে। আপনি যদি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে এমন খেলেন তা হলে জিততে পারবেন না।

লজ্জায় মুখ ঢাকলেন ফ্রান্সের দুয়ে।

যেভাবে পাস খেলেছি বা নড়াচড়া করেছি, তা বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল জেতার মতো নয় একেবারেই। বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠা আমাদের স্বপ্ন ছিল। দেশের মানুষের স্বপ্ন আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। সেটা আর হল না। ফরাসি অধিনায়কের সংযোজন, আমাদের মাথা উঁচু করে এই হার স্বীকার করতে হবে। আমার মতে, জিতলেও মাথা উঁচু রাখা উচিত। হারলেও মাথা উঁচু করে বিদায় নেওয়া উচিত। এই মুহূর্তে দলের প্রত্যেকে চরম হতাশ। কতটা লজ্জিত সেটা ভাষায় প্রকাশ করে বলা সম্ভব নয়। তবু আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে। কারণ ফুটবল কারও জন্য অপেক্ষা করে না। এই ব্যর্থতা পিছনে ফেলে নতুন করে এগিয়ে যেতে হবে।

এই বিশ্বকাপের পরেই দায়িত্ব ছাড়ছেন কোচ দিদিয়ের দেশঁ। আপাতত এমবাপের লক্ষ্য, তৃতীয় স্থান নির্ধারণ ম্যাচটা জিতে কোচের বিদায়ী মুহূর্ত স্মরণীয় করে রাখা। তিনি বলছেন, কোচের জন্য আর একটাই ম্যাচ পড়ে আছে। সেই ম্যাচে নিজেদের সেরা খেলাটা খেলতে হবে। কারণ ওঁর এবং সমর্থকদের সেটা প্রাপ্য।

স্পেনের বিরুদ্ধে হারের পর স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা এমবাপের।

# মাঠে ময়দানে

16 July, 2026 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## ছবিতে বিশ্বকাপ